শ্রীশ্রীব্রজানন্দের
বাণী ও কথা

প্রথম প্রকাশ
শুভ রথযাত্রা, ১২ আষাঢ় ১৪৩২
২৭ জুন, ২০২৫

প্রকাশক
গুরুধাম
বাঙ্গুর, কলকাতা

প্রচ্ছদ
রমা বণিক

অক্ষরবিন্যাস
মাইক্রোডট কম্পিউটার
৮০১৭৩৮৬৫৮৮

মুদ্রক
সরকার এন্টারপ্রাইজ
১৪০, অরবিন্দ সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য : ৫০/-

প্রাপ্তিস্থান
গুরুধাম
বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০৫৫
বুড়াশিবধাম, নবদ্বীপধাম, বৃন্দাবনধাম

গুরু বাণী

গুরু সেবা করো। তাঁকে ভালোবাসো। ঠিক ঠিক ভালোবাসা 'যা-তা' নয়। তিনি ছাড়া জানে না—তাঁকে না দেখলে থাকতে পারে না। নিজের ভালো মন্দ দুইই জানে না। কিসে তাঁর শান্তি—এই চিন্তা। এই ঠিক ভালোবাসা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

প্রকাশকের নিবেদন

''নাহং জানে তব মহিমানম্ ক্ষমস্য কৃপয়া মম অপরাধম''

পৃথিবীর অধ্যাত্মিক জগতে ভগবান শ্রীশ্রীব্রজানন্দের স্থান একটু ভিন্ন। তিনি সকলের উপাস্য তিনি কারুর উপাসনা করেন না। তিনি স্বয়ং পরমব্রহ্ম। তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখার ক্ষমতা অসম্ভব যদি না তিনি দয়া করেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীশ্রীব্রজানন্দর ২৬০ বছরের দীর্ঘ মর্ত্যকালীন লীলা খেলার অধিকাংশ কথা আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তারই কিছু কথা কয়েকটি বই এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে গুরুধাম থেকে প্রকাশিত দশটি গুরুধাম পত্রিকায় সংগৃহীত আছে। সেই গুরুধাম পত্রিকার অধিকাংশই বর্তমানে অসংগৃহীত। তবু ভগবানের কৃপায় কোন ভাবে তা পাওয়া যায়। শ্রীশ্রী ঠাকুরের তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি লিখিত কিছু মহামূল্যবান পত্র যাতে তাঁর দেওয়া কিছু উপদেশ, যা আমাদের আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা এবং শক্তি যোগায়। সেইসব বাণী এবং উপদেশ গভীরভাবে অনুধ্যান করলে এই জীবন ধন্য হবে।

সেইসব পত্রিকায় এবং চিঠিতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীব্রজানন্দের শিষ্য ও ভক্তদের উদ্দেশ্যে কথিত কিছু বাণী এবং উপদেশ আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার একটা দুর্লভ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছি। এই বইটিতে গুরুধাম পত্রিকায় এবং পত্রাবলীতে প্রকাশিত ঠাকুরের বাণী এবং উপদেশ এই খণ্ডে বই আকারে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করলাম। ভবিষ্যতে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত আরও ঘটনা সকলের কাছে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল যদি ঠাকুরের আশীর্বাদ পাই।

ব্রজানন্দ বেদবাণী

(ভগবান ব্রজানন্দের দৈনন্দিন উপদেশ বাণী হইতে সংগৃহীত। স্থানে স্থানে কথ্য ভাষা হইতে লিখিত ভাষায় রূপান্তরিত মাত্র)

১। সত্যাশ্রয়ী হও। সত্যই জ্ঞানের উৎস—শক্তির অঙ্কুর—নিষ্ঠার হেতু—তৃতীয় নয়ন।

২। সত্য–প্রেম–পবিত্রতা–ভক্তি–বিশ্বাস সংসারজীবন, ধর্ম্মজীবন সহজ সরল সুন্দর করে।

৩। দেব দর্শনে পাপ ক্ষয় হয়, অমঙ্গল দূর হয়। ভক্তি–বিশ্বাস নিয়ে দর্শন করতে হয়।

৪। শরণাগত প্রতিপালক। যে আমার শরণ নেয়—আমি তার প্রতিপালন করি।

৫। ভক্ত আমার প্রাণ—ভক্তকে রক্ষা করা আমার ধর্ম্ম—ভক্তের মুক্তি আমার জীবন বেদ।

৬। ব্রজানন্দ মানুষ ভগবান। ভক্তি-বিশ্বাস-অনুভূতি চাই। যদি আর কিছু মনে কর, মহা ভুল করবে।

৭। ভগবান জগতের একমাত্র নিয়ন্তা, নির্বাহ কর্ত্তা। ব্রজানন্দ জীবন্ত ভগবান। দর্শন ঠিক রাখ। অন্য কিছু ভেবো না।

৮। মাতৃভক্ত হলে সংসার স্বর্গরাজ্য হয়। মাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করবে।

৯। ব্রজানন্দ মহাকালী। ভক্ত নানা ভাবে আমাকে দর্শন করে। যার যেমন ভাব। কখনও শ্যামা—কখনও শ্যাম—ব্রজানন্দ শিব–রাম।

১০। এক কথায় সর্ব্ব ধর্মের সমন্বয়ে ব্রজানন্দ ধর্ম। ধর্মের সমন্বয় সাধন ব্রজানন্দের আবির্ভাবের হেতু।

১১। আমি তুষ্ট হলে তোমার ইহকালে সুখ—পরকালে পরামৃত লাভ।

১২। মায়ায় আবদ্ধ হয়ো না। আমাকে সাথী করে সব করবে। সংসার করবে ব্রজানন্দের সংসার। সে সংসার হবে ত্যাগীর সংসার—ভোগীর সংসার নয়।

১৩। হিংসা দ্বেষ বর্জিত প্রাণ শান্তির প্রস্রবন। হিংসা দ্বেষ বর্জিত হও।

১৪। কর্মই বন্ধন। কর্ম-বন্ধন মুক্ত হও। কর্ম থাকতে উদ্ধার নাই। কর্ম ক্ষয় কর মুক্তি করায়ত্ব হবে।

১৫। বৈদ্য নারায়ণ হরি—তার স্মরণ লও। রোগমুক্ত হবে।

১৬। জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় সবার উপরে ব্রজানন্দ ভগবান।

১৭। বর্তমান শিক্ষা সভ্যতা তামসিক। অহং প্রতিষ্ঠা।

১৮। রাজ ধর্ম প্রজা পালন, প্রজা পীড়ন নয়, অশির বলে শাসন নয়।

১৯। নাম কর। নামের মধ্যেই সব কিছু আছে। আমার কাছে যা আছে নামের কাছেও তাই আছে। নাম অক্ষর বিশেষ মনে করো না, নাম মূর্তিমান মনে রাখবে।

২০। শান্তি আশীর্বাদ অমোঘ। অশান্তি থাকে না।

২১। নাম নামি অভেদ। নাম নিয়ে থাকতে হয়। আমাকে যা দেবে নামের কাছে দিলেই আমি পাই। গুরু তো চিরদিন থাকে না। নামই চির সত্য, নাম কর। নাম নামি অভেদ।

২২। আমা হতে যা পাবে এই আসন হতেও তাই পাবে। জীব-জগতের কল্যাণের জন্যই আসন প্রতিষ্ঠা। আসনই অনন্তকাল থাকবে।

২৩। শক্ত করে বাক্য ধর সত্বর ফল পাবে, ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে বাক্য পালন করবে।

২৪। ব্রজের ভাব-ভক্তি তোমার আদর্শ। এর কাছে আর কোন ভাব-ভক্তি লাগে না। যশোদার স্নেহের পুতুল। সেখানে আর ভগবান থাকে না। বাৎসল্যভাব।

২৫। বেদে নেই ভাগবতে নেই। ব্রজের ভাব ভক্তি সবার উপরে,

তুমি আমার আমি তোমার। ওঁ পরমাত্মণে নমঃ ওঁ ব্রজানন্দায় নমঃ তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট ব্রজের ভাব।

২৬। মন্ত্রের তিনটি অংশ—প্রণব ওঁকার বীজ। বীজ মন্ত্র সোঽহং-শিব-বিষ্ণু-কৃষ্ণ যার যে উপাস্য। প্রণব জপ করলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। যত প্রকার বাক্য আছে, সে সমস্ত বাক্যের পরিসমাপ্তি একমাত্র প্রণবে। প্রণবের পরে আর বচন নেই। সর্বদা প্রণব উচ্চারণ করতে পারলে চারি বেদের পাঠ হয়ে যায়। প্রণব একাক্ষর ছন্দ। স্ত্রী পুরুষ সকলেই এই বাক্য উচ্চারণ করবার অধিকারী। এর সূক্ষ্মভাব এই যে আত্মাই সত্য। আত্মা ভিন্ন প্রণবাদি মিথ্যা মায়া মাত্র। আমি আত্মা—জীব নই—দেহ নই— মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি নই—এইরূপ নিশ্চয় রেখে প্রণব উচ্চারণ চিন্তা করবে।

২৭। আমার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ। সেই আত্মার স্বরূপ তুমি। তোমার প্রকাশ দিয়েই সকল প্রকাশ; তুমি স্বপ্রকাশ। তোমার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ। তোমাকে কেউই প্রকাশ করতে পারে না। তুমি চৈতন্য নির্বিকার পুরুষ। যেমন নট নানা প্রকার নাটক করেও সে নটত্ব নিশ্চয় হারায় না। সেইরূপ তুমি প্রণবাদি চিন্তন, মনন, ধ্যান করেও নিজ স্বরূপ থেকে বিচলিত হয়ো না। তবেই তুমি সংসার সাগর থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং দুঃখ কষ্টের হাত এড়াবে। তুমি তো মুক্তই—তোমাকে আবার মুক্ত করে কে? মন্ত্রেই এটাই হল সূক্ষ্ম ভাব।

২৮। গুরুনাম, গুরুরূপ ধ্যান, চিন্তা, মনন দ্বারা নিজ স্বরূপের প্রকাশ হয়। গুরুদেব নাম দিয়ে চিত্ত দর্পণের ময়লা দূর করে যান। তখন নিজ স্বরূপ আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন সূর্য্য নারায়ণকে মেঘে আবরণ করে, মেঘ সরে গেলেই সূর্য্য আপনি প্রকাশ হয়।

২৯। নাম আর বিন্দুভেদে সৃষ্টি দুই প্রকার। এক বাহ্য সৃষ্টি পিতামাতা কর্ত্তৃক। আর এক সৃষ্টি গুরু কর্ত্তৃক নাম সৃষ্টি। গুরু কানে নাম দিয়ে শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে জ্ঞান ভক্তি দিয়ে উদ্ধার করেন। গুরু সোঽহং বীজ কানে দিয়ে পূর্বদেহ নাশ করেন—তুমি দেহ নও আত্মা—এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎ

জরা-দুঃখ জরা দেহ তুমি নও—তুমি সৎ চিৎ আনন্দরূপ আত্মা এই নিশ্চয় জন্মিয়ে দেন।

৩০। সোঽহং বীজ দানে শিষ্যের অলৌকিক জন্মলাভ হয়। সেই হেতু সোঽহংকে বীজমন্ত্র বলে। সোঽহং মন্ত্রের সূক্ষভাব এই—ব্রজানন্দরূপ শিব, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ দেবতায় আপন স্বরূপ বোধ করা চাই। অর্থাৎ আমি চৈতন্য স্বরূপ আত্মা; সমস্ত জগতের নিয়ন্তানির্বাহ কর্তা। এই বোধে ধ্যান, চিন্তা, পূজাই সূক্ষ্মভাবের সাধনা। গুরুকে সাকার বোধে পূজা ধ্যানই নিত্য ফলদায়ক নতুবা অনিত্য ফললাভ হয়।

৩১। বাৎসল্য ভাব নিয়ে যে আমায় লালন পালন করে—কৃপা পরবশ হয়ে আমি তাকে ধরা দেই। দ্বাপরে যশোদা মাই-এর যেমন কৃষ্ণ দরশন হয়েছিল। যে যেভাবে আমার ভজনা করে—আমি সেই ভাবেই তার সাথে একাত্ম হয়ে যাই। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

৩২। সভক্তি সাধন ভজনে মায়াজাল ছিন্ন হয়—পাপ অবিদ্যা দূর হয়—ভগবৎ পদে নিষ্ঠালাভ হয়—নিষ্ঠা থেকে নামে রুচি হয়—রুচি থেকে আসক্তি জন্মে—আসক্তি থেকে ভাবের উদয় হয়। ভাব থেকে প্রেমলাভ হয়। এইখানেই সাধনার সমাপ্তি—ঈশ্বরত্বলাভ।

৩৩। 'ভগবান মঙ্গলময় শান্তিদাতা', এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে অমঙ্গল দূর হয়—অশান্তি থাকে না। দৃঢ় বিশ্বাস আনো।

৩৪। আত্মজয়ী হয়ে জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হও। তোমার জন্ম সফল কর। শ্রীভগবানের চরণ সেবায় তোমার জীবন অতিবাহিত কর। সংসার সাগরে ডুবন্ত মন ভেসে নির্লিপ্ত হয়ে উঠুক। সাধু গুরুর সেবা পরিচর্যায় দেহ প্রাণ ঢেলে দাও। তবেই এই নশ্বর দেহের সার্থকতা। নতুবা এই হাড় মাংসময় দেহের মূল্য কি?

৩৫। ভক্তের টান শক্ত টান। সে টান কি আমি এড়াতে পারি? ভক্ত আমার বড় প্রিয়। ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ। ভক্তের কারণে

আসি এ ভুবনে ভক্তজনে করি পরিত্রাণ। ভক্তের জন্যই আমার এবার আবির্ভাব।

৩৬। বৈষ্ণবের পদধূলি পরে গৃহে যার সপ্তকোটি কুল তার হবে উদ্ধার। বৈষ্ণবকে আপনজন বলে যদি কারও প্রাণে সাড়া দেয় তাকে আমার আপন করে নিয়ে তাহার সপ্তকোটি কুল উদ্ধার করি।

৩৭। শ্রীগুরুতে ভক্তি স্থাপন কর—এটাই অতি মঙ্গলের কাজ। ভক্তকে বেষ্টন করেই শ্রীগুরুর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

৩৮। সত্ত্বগুণী লোকে যা বলে—তাহা মিথ্যা হয় না। গুরুবাক্য অবশ্যম্ভাবী।

৩৯। ভক্তির প্রভাবে ভক্তের সাফল্য অনিবার্য—ভক্ত সর্বজয়ী।

৪০। বুড়াশিবের শিবরাত্রি দর্শনের ফলে পুণ্য সঞ্চয় হয়—দিব্যদৃষ্টি গোচর হয়, দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে অনুভূতি হয় না।

৪১। শাস্ত্র পুরাণের কথা—সাধুর মঙ্গলময় দৃষ্টি যেদিকে পরে—সে দিকের অমঙ্গল দূর হয়ে যায়।

৪২। নাম তরোয়াল হাতে নিয়ে বসে থাক—কোন ভয় থাকবে না। শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ মহামন্ত্র উচ্চারণ কর—দ্বাদশ সিংহের বল সঞ্চার হবে—জন্ম-মৃত্যু রহিত হবে।

৪৩। সাধু যা বলেন তাই হয়। সাধুবাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না।

৪৪। প্রতিনিয়ত জপের জন্য শ্বাসে শ্বাসে শিবোঽহম্ এই মহামন্ত্রই ব্যবস্থা। এতে মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা সহজে দূর হয়। সব সময়ই উঠতে বসতে শ্বাসের ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গেই জপ চলতে থাকে।

৪৫। ধ্যান গুরুমূর্তিতে অভেদ ভাবে করতে হবে। ধ্যান একবার জমে গেলে—আর মন স্থির হলেই সব ঠিক হয়ে গেল। তখন আর এই মায়ার দুনিয়া থাকে না।

৪৬। আমি কৃপা-পরবশ হয়ে জীবের চক্ষু স্পর্শ করে চক্ষুদান করি—কণ্ঠ স্পর্শ করে তা ভেদ করি। ফলে জ্ঞানের বিকাশ হয়—

আমায় চিনতে পারে। আমায় ধরতে বুঝতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে হয় না। কেবল মদর্থে কর্ম করে গেলেই (মৎদর্শন-মৎকথা শ্রবণ-মৎকীর্তন)—মন আপনিই সংযত হয়। স্বল্পায়ু কলির জীবের জন্য এই সরল পথ—জীবের সর্বভার বিমোচনের জন্য এসেছি। ভক্তি-বিশ্বাস করে মৎদর্শন বুদ্ধিতে এই সুগম পথে অগ্রসর হও—বিষয় বুদ্ধি দূর হয়ে পরম কল্যাণলাভ হবে—কর্মফলে পাবে না। পদ্ম-পত্রস্থ জলের ন্যায় পাপ পরিশূন্য দেহে বিচরণ করবে।

৪৭। শিবোঽহম্ শব্দের অর্থ জ্ঞান। আমি সেই ব্রজানন্দরূপ শিব, এইভাবে জপ ধ্যান না করে এক কথায়—"শিবোঽহম্" জপ করা। অর্থ একই, কোন বিভিন্ন না। শিবঃ+অহম্ = শিবোঽহম্ সন্ধি শব্দ। শিব অর্থ পরব্রহ্ম-পরমাত্মা গুরু, আর অহম্ অর্থ আমি।

এই আমি দুই প্রকার–বিদ্যা আমি আর অবিদ্যা আমি। বদ্ধজীবে নিজেকে অবিদ্যা আমি মনে করে। আর মুক্তজীবে নিজেকে বিদ্যা আমি মনে করে। এই বিদ্যা আমিই আত্মপর—নিজ আত্মাকে লক্ষ্য করে। দেহ ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে না। 'অবিদ্যা আমি' দেহ ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে। তাই বদ্ধজীব পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ-সংসার দুঃখ ভোগ করে। আর মুক্তজীব এর কিছুই ভোগ করে না। দেহে থেকেও দেহে নেই—নির্লিপ্ত।

তোমার 'আমিকে' গুরুরূপ-শিবাত্মা ধর। আর গুরুরূপী 'শিবাত্মাকে' নিজ আত্মা আমি ধর। এই অভেদ উপাসনা। এইভাবে অভেদ উপাসনা করে—'রূপজাল ছিন্ন করে'—মায়ার গণ্ডি ভেঙে সিংহের মতো বাহির হয়ে পড়। জ্ঞান-ভক্তি না হলে—বিবেক বৈরাগ্য না হলে—ত্যাগী না হলে হয় না। মাছির মতো একবার মধুর ভাণ্ডে—আর একবার বিষ্ঠার ভাণ্ডে বসে লাভ নেই। ভোগীর মতো জপ তপও করি আবার সংসারও করি।

৪৮। যজ্ঞাহুতি করবার সময় প্রথমে আচমন অঙ্গন্যাস করে নিজের

অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করবে, মনে মনে করজোর করে। যেমন হে অন্তর্যামী জ্যোতিস্বরূপস্তক! আপনি অমৃতস্বরূপ, মঙ্গলময় ও শান্তিময়।

আমরা বিষয়ভোগে আসক্ত হয়ে আপনাকে ভুলে থাকি। কিন্তু আপনি নিজগুণে আমাদের ভুলবেন না। আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে শান্তিবিধানপূর্বক পরমানন্দে রাখুন। স্থূল শরীরে বা মনে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট না হয়। হে মঙ্গলময়, মঙ্গল করুন। আপনাকে পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি। এইভাবে সরল ও নিজ ভাষায় প্রার্থনা করবে। তারপর শেষাগ্নি মঙ্গলকারী অগ্নি এই নামকরণ করে পূর্বাপর লিখিত মন্ত্রে তিনটি বা পাঁচটি আহুতি দিয়ে নির্বাণ করবে। শান্তিঃর্ভব শান্তিঃর্ভব শান্তিঃর্ভব বলে জল ছিটিয়ে দেবে, এতে কোন ভয় বা সংশয় নেই। সব রকমে মঙ্গলই আছে।

৪৯। ব্রজানন্দের চরণে যে মাথা নোয়াইয়াছে—তার মাথায় আঘাত দেবার এ-সংসারে কেউ জন্মে নাই। সে মাথায় আঘাত দিয়েছে, কি নিজের মাথায় আঘাত খেয়েছে।

৫০। ভক্ত আমার প্রাণ। ভক্ত কভু আমার চরণ ছাড়া হয় না। আর আমিও তাদের ছাড়া হই না। গুরুধাম তোমাদের হিতকল্পে আবির্ভূত—ভক্ত-ভগবানের মিলন-মন্দির।

৫১। দেশে শান্তি নেই। উল্টো বিচার করলি রাম। কোথায় স্বাধীনতা? এ যে পরাধীনতার একশেষ। মালিককে ভুলে গিয়েছে—তাই লোকের এত দুর্গতি।

৫২। তোমার গোপাল—এই ভাব ঠিক থাকলেই, তোমার সব হয়ে গেল। আর কোন কিছুরই দরকার নেই তোমার। পুতনার মোক্ষ লাভের কথা মনে কর। যার অপার করুণায় বিষের পরিবর্তে অমৃত পেল। পুতনার রাক্ষসের জন্ম ঘুচে গেল। গোবিন্দের আনন্দময় শরীর পেয়ে তার নিজধামে স্থানলাভ হলো।

৫৩। তোমাদের হিতচেষ্টা আমার জীবনব্রত। তোমরা আমাকে ভালোবেসে স্নেহ করে গোপালভাব নিয়ে ভালো ভালো জিনিস যখনকার যা সব কিছু সেবা দিচ্ছ। তোমাদের ভাগ্যের তো

সীমাই আমি পাই না। কোন পরম শান্তির লোকে ভগবানের কাছে অবাধে যাবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

৫৪। ভক্তের অভীষ্টসিদ্ধি কল্পে ভগবান সততই কল্যাণ কামনা করে থাকেন। সাধুর ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হয়। কারণ এই ইচ্ছা যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার গতি ফেরায় কে?

৫৫। শ্রীগুরু দেহতরীর কাণ্ডারী। জ্ঞান মাঝি শক্ত করে হাল ধরে আছেন। কি করে তরী ডুববে? হোক না সংসার সাগর। আসুক না তুফান ভারি। জ্ঞান মাঝির নৌকা জলে ভাসে, দোলে, ডোবে না। সংসারের মায়াজালে, হাসি-কান্নার তুফানে এ জড়দেহ দোলাবে তাতে ক্ষতি কি? সেই সচ্চিদানন্দ তুমি— তোমার ধ্বংস কোথায়? তুমি সৎ—তুমি চিরকাল থাকবে। দেহ অসৎ তাই ক্ষণস্থায়ী। সৎ যা তা গ্রহণ কর—অসৎকে বর্জন কর। তুমি সৎ—তোমার শান্তি অশান্তি কি? এই মরদেহেরই শান্তি অশান্তি জরা-ব্যাধি।

শান্তি-অশান্তি-জরা-ব্যাধি এইসব চিন্তা অনুক্ষণ কর বলেই ক্ষণস্থায়ী বস্তুতে আসক্তি থাকলেই নানারকম ভয় উদ্বেগ হয়ে থাকে। সৎ কার্যে, সৎ বস্তুতে আসক্তি রাখ—তাতে ডর ভয় নেই। মনে মনে বলবে আমি সৎ কার্য করেছি—আমার আবার ডর ভয় কি? সচ্চিদানন্দের ধ্যান ধারণা ছাড়া শান্তি কোথায়? সচ্চিদানন্দের পূজা-অর্চনাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহলে কোন অবস্থাতেই দুঃখ কষ্ট হবে না। সংসারে থেকে নির্লিপ্তভাবে গুরু সচ্চিদানন্দকে পেতে হবে। তবেই জীবন চিরসুখের। সংসারের হাসি-কান্নার ক্লেশ পেতে হবে না।

৫৬। 'গুরু' পাঞ্জাব মেল। সেই মেলে নাম-টিকিট কেটে উঠেছ। এখন তাস-পাশা খেলে যাও বা ঘুমিয়ে বসে যাও পাঞ্জাব পৌঁছতে হবেই। এই হল গিয়ে সৎ গুরুর ব্যাপার। তবে আর চিন্তা কি? আনন্দম্, আনন্দম্, আনন্দম্। আমিও তো সব করে নেব। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

৫৭। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? কে বুঝবে তোমার লীলা–জলেতে ভাসাও

শিলা—করো ঘোড়া—গাধা পিটিয়ে। কাঠ-বিড়ালী সাগর বাঁধে ডোবে অতল জলাশয়ে। বিধাতার বিচিত্র লীলা।

৫৮। জয় ব্রজানন্দ হরে। নাম তরোয়াল হাতে নিয়ে বসে থাক। বিপদ আপদ কিছুই থাকবে না।

৫৯। পুতনা কৃষ্ণের ধাইমা হয়ে মোক্ষ প্রাপ্ত হলো। আমার মাঈরা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবে। ভরসা রাখ, নির্ভয় নিশ্চিন্ত হও।

৬০। আমার বাক্য অমোঘ। একবার যে বাক্য বের হয়—তা আর ফেরে না। সাধুকা বাত—হাতি কা দাঁত। হাতির দাঁত বের হলে আর ফেরে না। তেমনি সাধুর জীব-কল্যাণ বাক্য অমোঘ। আমার শতং জীব এই বাক্য অমোঘ। আমার সর্বরোগারোগ্যম্ আশীর্বাদ অমোঘ।

৬১। অসুখ বিসুখ কি করতে পারে? দেহ ঘরের খুঁটি শক্ত করে নাও। ঝড় তুফানে কিছু করতে পারবে না। নাম তরোয়াল হাতে রাখ।

৬২। ভগবানে ও তাঁর অবতারে বিশ্বাস মহাভাগ্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী।

৬৩। আমার ভক্ত আমার সুশীতল শান্তিময় কোলে স্থানলাভ করে। আমার সত্যবাণী।

৬৪। কৃপার অধিকারী না হলে দর্শনলাভ হয় না। কৃপা না হলে আমার দর্শন দেবার শক্তি নেই।

৬৫। প্রণব চিন্তন বা ধ্যান গুরুমূর্তির পৃথক বোধ করো না। অর্থাৎ আমি এক—প্রণবাদি গুরুমূর্তি আর এইরকম দ্বৈতভাব নিয়ে উপাসনা করো না। আমি এবং আমার উপাস্য অভেদ—এই ভাব ধারণ করে নাও। তুমি এবং তোমার উপাস্য এক না হলে—উপাস্যে মিশে একাকার হবে কেমনে? নানা নাম আর রূপ সকল তোমাতে কল্পিত। নাম রূপ উপাধি সকল পরিত্যাগ করে—সার বস্তু তোমার আত্মা পরমাত্মা স্বরূপ জেনে ধ্যান কর—তার নানা নাম নানা রূপ শব্দ নিয়ে বৃথা অশান্তি ভোগ করো না। গুরুকে অকার জানবে

অর্থাৎ অশরীরী, কায়া-রহিত বোধে ভজন করো। আমার ভক্তের আমার মূর্তির জন্য ভাবনা কি?

৬৬। মন খোলা—হাত খোলা—আমার প্রকৃত রূপ।

৬৭। সার্বভৌম দেবালয়—জগৎ জোরা। ব্রজানন্দ নব যুগের নব অবতার। ভক্ত সার্বভৌম ধর্ম প্রতিষ্ঠার ভাব পায়। সর্বধর্ম সমন্বয়ে কলির যুগধর্ম।

৬৮। গুরু যদি সহায় থাকে—প্রসন্ন হয়—হাজার মাইল দূর থেকেই শুভ করতে পারে।

৬৯। আমি কুয়া খুদি না—আমার ভক্ত পাতালে যাবে না। আমি মঠ তুলি—আমার ভক্ত ব্রহ্মলোকে যাবে।

৭০। ভক্তের শক্তি না পেলে—ভগবান শক্তি কোথায় পাবে? ভক্তের শক্তিতেই ভগবান বলীয়ান। ভক্তই ভগবানকে গড়ে তোলে।

৭১। ব্রজানন্দ সর্বত্রই বিদ্যমান। হাম্ যো তুম সো—সর্বত্রই রাম। যাহা যাহা আঁখি কোরে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফূরে। যে দিকেই আঁখি যায়—সেদিকেই কৃষ্ণ।

৭২। গুরু দেন বৈরাগ্য—মন ভোগের দিকে। তার হলো না। গুরু দেন ছেঁড়া কাথা আর রুটি—মন ভোগের দিকে। তার হলো না। কবে মোরে নিতাইচাঁদ করুণা করবে—সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে। এই ভাব ধর।

৭৩। গুরু ভিন্ন আমার গতি নাই। তাই গুরুর চরণে সব সমর্পণ করে বসে আছি। একান্ত শরণ।

৭৪। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। তুমি সুখময় তুমি সুখে থাক। এইই ভক্তের কথা।

৭৫। ভক্তি নিষ্ঠা চাই। সাত খানে কুয়া খুদলে কি হবে? সাত খানে কুয়া খুদলে কি আর জল পাওয়া যায়? বিশ্বাসে ফল পায়। ছুটোছুটি করলে কি হবে? ভক্তি আনতে হবে—ভগবৎ বুদ্ধি আনতে হবে। পুরোপুরি বিশ্বাস চাই।

৭৬। যিনি ব্যাধি দিয়েছেন—তিনিই ব্যাধি হরণ করতে পারেন।

ডাক্তার কবিরাজ কি করবে? ভাব নিয়ে ভাবতে হবে—তবে তো ফল হবে। ভাব ভক্তি চাই।

৭৬। চাওয়ার শেষ কর। চাওয়া শেষ হলেই পেয়ে যাবে। চাওয়ার শেষ কর।

৭৭। প্রাতঃকালে শিবং দৃষ্টা নিশিপাপং ন বিদ্যতে। মধ্যাহ্নে আজন্মকৃতং পাপং সায়াহ্নে সপ্ত জন্ম নয়।

৭৮। প্রতিমায় শীলা বুদ্ধি—মন্ত্রেতে অক্ষর বোধ—গুরুতে মানুষ বুদ্ধি। নরকে যাবার পথ।

৭৯। সৎ কর্মের প্রভাবে সঞ্চিত প্রারব্ধের অল্পাধিক লাঘব হয়। যেমন দশ বছরের কয়েদী দশ বছর কারাবাসের পূর্বেও মুক্তি পায়। ক্রিয়মান প্রারব্ধের লাঘব হয় না। যেমন ধনুক থেকে তীর একবার ছাড়লে ফেরানো যায় না।

৮০। গুরু সহায় থাকলে আগুনে পুড়বে না, জলে ডুববে না—ছাই মুঠ করলে সোনা হবে।

৮১। নাম নৌকা নদী পার করে—ভবসাগর পার করে।

৮২। শ্রীদেহের কুশল জিজ্ঞাসার উত্তরে—ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট—রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণৈঃ ক্ষণৈঃ।

৮৩। কৃপালাভ করতে হলে নাম করতে হয়—জয় গুরু, জয় গুরু। আল্লা হরি করলে হবে না। হয় আল্লা না হয় হরি—এক আশ্রয়ে থাক।

৮৪। গোচনায় নারায়ণ শুদ্ধ হয়। দানপুণ্যে মনের ময়লা দূর হয়—দেহের পাপ ক্ষয় হয়।

৮৫। সাধুর দশজনের সঙ্গে কারবার সকলের—সঙ্গে এক রকম ব্যবহার। তা না হলে কেমন সাধু?

৮৬। মেয়েদের কাজ সংসার দেখা—চাকরি করা ভালো না—প্রজনন শক্তি নাশ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোন সমস্যাই না।

৮৭। পাশ্চাত্য আদর্শে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার—বিষয়াভিমুখী বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত—অর্থোপার্জন লক্ষ্য। ফলে সংসারের কাজে উদাসীন, সংসারে বিশৃঙ্খলা।

৮৮। গুরুকে সব সমর্পণ করতে হয়—শরণাগত হতে হয়—গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়। তবেই গুরু রক্ষা করেন। স্ত্রীর যেমন স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়—তবেই স্বামী ভালোবাসে। সংসার দিয়েই ভগবৎ রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

৮৯। ভজ ভজ ভজ ভাই শ্রীগুরুর চরণ—মদ মোহ ছাড়ি লও শ্রীগুরুর শরণ। একান্ত শরণ—একান্ত শরণ লও। সব সহজ হয়ে যাবে। শ্রীগুরুর চরণে শরণ লও সব সহজ হয়ে যাবে।

৯০। কর্তা সাজবে না—কর্তা হওয়া বড় কঠিন—সোজা না। কর্তার সব দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়—পারবে না। কাণ্ডারী কর তাঁহারে তোমার সব সহজ হয়ে যাবে।

৯১। ভগবানকে কি করে জানবে? ভগবানকে জানতে হলে চেষ্টা করতে হয়—সাধনা করতে হয়। 'সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এর মর্ম উপলব্ধি করতেই সারা জীবন যায় কেটে। সারা জীবন চিন্তা কর না কি খাব—কি খাব? ভগবানকে জানবে কি করে?

৯২। গুরুদত্ত কণ্ঠী বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে। ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে ধারণ করবে। কণ্ঠী বডিগার্ড।

৯৩। সংসার সমুদ্র—কেবলই তরঙ্গ। সারা জীবন খাটনি খেটে—একটার পর একটা আছেই আছে। ভূতের কাছে ছোটাছুটি। গুটানো যায় না। ছেলে নেই—ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করে। ছেলে হলে চিন্তা ছেলে বাঁচবে তো? ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করে। ছেলে বড় হলো—চিন্তা ছেলে মানুষ হবে তো? পর পর ছেলে পরীক্ষা পাশ করবে তো—ভালো চাকরি হবে তো—মনের মতো পুত্রবধূ হবে কি? একের পর আর শেষ নেই। ভূতের সাথে দৌড়োদৌড়ি। সংসার কেউ গুটাতে পারে না। সংসার সমুদ্র—দশ কলসি ঢালো আর তোল—সমান।

৯৪। দিন নেই ক্ষণ নেই। যার ঘরে গুরু বিরাজ করেন তার সকল

তিথি, সকল বারই শুভ। যার ঘরে গুরু বিরাজ করে না—তার সকল তিথি, সকল বারই অশুভ।

৯৫। বিশ্বাসে সব হয়। আমি তুলসী চন্দন শালগ্রাম শীলা চরণে লই—আমার পুরোপুরি বিশ্বাস—আমি সেই। যার এই বিশ্বাস নেই সে ভস্ম হয়ে যাবে। নজরের ভয়ে সবাই নিভৃতে সেবা গ্রহণ করে। আমি হাজার হাজার চোখের সামনে বসে সেবা লই। আমার একটুও নজরের ভয় নেই। আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আমি সেই।

৯৬। লাভ লোকসান আসলে সমান। ভাঙ্গা গড়া সংসারের নিয়ম। গুরু সহায় থাকলে—আর একখানা দিয়ে দেয়। একখানা দিয়ে গেলে—গুরু আর একখানা দিয়ে দেয়।

৯৭। আমাকে যে চায়—আমাকে সে পায়। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ। প্রহ্লাদের বিশ্বাস আমার হরি থামের ভিতর। ভক্ত হনুমান জয় রাম বলে সাগর পার হয়ে গেল। মারিচ রাম রাম করতে করতে রাম হয়ে গেল। ভক্তি বিশ্বাসে সব হয়।

৯৮। তুমি শুধু আমার চিন্তা কর। আমি সকলের চিন্তা করি। আমি স্থানান্তরে গিয়েও সব সময় ভাবি কে কেমন আছে।

৯৯। ব্রজানন্দ বায়ু। তার গতি কে রোধ করে? স্মরণ মাত্র আমি তোমার অন্তরে বিরাজ করি। ঝড় তুফানে আমার গতি রোধ করতে পারবে না।

১০০। ভক্ত যায় আগে আগে, আমি যাই তার পাছে পাছে। শেষের দিনের সাথী আমি। শেষের দিনের সাথী আর কেউই হবে না।

১০১। সাত কুয়ার জল খেও না; এক কুয়ার জল খেও। ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে এক কুয়ার জল খেও, তবেই সব হবে।

১০২। ধর্ম ভিন্ন বিদ্যা, ধন অকর্মণ্য। ধর্ম ভিন্ন বিদ্যা অবিদ্যা; ধর্ম ভিন্ন ধন নিরর্থক।

১০৩। অভিমান সুরাপান। সাধুর ধর্ম অভিমানশূন্য হওয়া।

১০৪। রজোগুণ ত্যাগ কর—সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও। আমি ভক্তের সেবা করে যাচ্ছি। অসুস্থ অবস্থায় শিষ্যদের হাসিমুখে বিদায় দিই। দেহের জ্বালা ভুলে যাই। এক মুহূর্তের শান্তি নেই। ভক্তের পাছে পাছে আছি। নিস্তার নেই। সহ সহহি দুঃখ পরহিত লাগি। পর দুঃখ হেতু অনন্ত অভাগী।

১০৫। স্বাস্থ্য সুখ অমৃত তুল্য। স্বাস্থ্য সুখ না থাকলে সব বৃথা। স্বাস্থ্য সুখ বিনা ধন জন কিছু না।

১০৬। প্রসাদে হরি-ভক্তির উদয় হয়। প্রসাদস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। প্রসাদে সর্ব দুঃখাণাং হানিঃ।

১০৭। পরিষ্কার করে এসেছি, কিছু রেখে আসিনি। ভাঙা-গড়া আমার স্বভাব। একবার ভাঙি একবার গড়ি। আমার স্বভাবই এই।

১০৮। তোমার আমার একই। আমার মনে থাক বা না থাক, তোমার মনে থাকলেই হলো।

১০৯। গুরুদেব বিনা নাহি ভাগ জাগে। গুরুদেব বিনা ভাগ্য জাগাবার কারও শক্তি নেই। বন্দুকের হাত থেকেও প্রাণ বাঁচে, গুরুর নামে ভূত পালায়।

১১০। অসাধু রাজশক্তি। কে করে তারে কে মরে। সাধু হত্যা, ভিক্ষালব্ধ ধন অপহরণ! তা না হলে অসুর বিনাশ হবে কেন? পবিত্র উদ্দেশ্য জীব কল্যাণকর। বেতালে ব্রজানন্দের পা পড়ে না।

১১১। রাজধর্ম প্রজাপালন, প্রজা পীড়ন নয়। রাজ ধর্ম পালন না করে অসুর বৃত্তি। এই হবে ধ্বংসের কারণ। যুগে যুগে তাই হয়েছে।

১১২। ভাগ্য কামাই কইরা না আইলে ভাগ্য পাওয়া যায় না। ভাগ্য কামাই করতে হয়।

১১৩। সংসার স্বপ্ন। স্বপ্ন আর সংসার একই। এই আছে এই নেই। স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেমন স্বপ্ন ভেঙে যায়, কিছুই থাকে না। সংসারটাও তেমনি। স্বপ্নের চেয়ে কম না। অজ্ঞান কালে সত্য বলেই মনে হয়। জ্ঞান হলে সবই মিথ্যা, কিছুই না। এই স্বপ্ন-জগৎ সাজাতে কি কম পরিশ্রম? এক চুল এদিক ওদিক হলে প্রাণান্ত হতে হয়। প্রাণপাত করতে হয়।

১১৪। ধর্মের লক্ষণ মন সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, সত্য ও অক্রোধ।

১১৫। চরণামৃত সেবনে অকালমৃত্যু হয় না।

১১৬। সাধু কোন অপরাধ করে না। সাধু নিরপরাধ, কোন ভোগে নেই, বিলাসিতায় নেই।

১১৭। পথে মন্দির, আশ্রম, বিল্ববৃক্ষ, বটবৃক্ষ উল্লঙ্ঘন করে যাওয়া অশুভ লক্ষণ।

১১৮। 'চরণামৃত পান করলে মানুষ অমর হয়' এই বিশ্বাস না থাকলে ক্রিয়া করে না। এক সময় এক গুরু তার প্রিয় শিষ্য এক রাজার বাড়ি এলেন দর্শন দিতে। রাজা রানী পরম সমাদরে গুরুর সেবা পূজা করেন। সময় হলে গুরু যাত্রার প্রস্তাব করেন। রাজা রানী 'আজ থাকুন', 'আজ থাকুন' করে এক বৎসর অতীত হলে অবশেষে গুরু বলেন, 'আরও শিষ্য আছে, একস্থানে আর থাকলে তাদের কি করে দর্শন হবে?' গুরুদেব আসন গুটালেন। রাজা গিয়ে রানীকে সংবাদ দিলেন গুরুদেব আজ যাচ্ছেন। রানী বললেন, 'গুরুদেবকে গিয়ে বলো আজকের দিনটা থাকুন, কাল যাবেন।' রাজা গুরুদেবকে এই নিবেদন করলেন। গুরু আসন পাতলেন। রানী গুরুদেবের যাওয়া বন্ধ করতে মনস্থ করলেন। ছেলেকে বিষ খাওয়ালেন। ছেলে মারা গেল। এখন আর গুরু যেতে পারবেন না। অন্দরমহলে কান্নাকাটি। গুরুদেব গেলেন অন্দরমহলে। তিনি কান্নাকাটি শুনে চিন্তিত হলেন। তিনি দেখেন রাজা-রানী হাসিখুশি। গুরুদেব এই দেখে অবাক! রাজা-রানী বিশ্রাম্ভালাপ করছেন। এ কি আশ্চর্য, যুবরাজ মারা গেল! এই বলতেই রাজা-রানী বললেন, ''তুমি তো আছ। তুমি থাকলেই হলো।' এই বলে চরণামৃত খাওয়ালেন। যুবরাজ প্রাণ ফিরে পেল। গুরু ভাবেন এমন শিষ্য পাবো কোথায়? এই সৎসঙ্গ ছেড়ে কোথায় যাবো? জীবনে এই স্থান ছেড়ে আর আমি কোথাও যাবো না। এমন ভক্তি বিশ্বাস কোথায় পাবো? চরণামৃতে মরা মানুষ বাঁচে। বিশ্বাস এমন জিনিস। কি কৌশল অবলম্বন করে

গুরুদেবের যাওয়া চিরতরে বন্ধ করে দিল। ধন্য গুরুভক্তি; ধন্য বিশ্বাস। গুরু ভাবেন এমন গুরুভক্তি আমি কোথায় পাবো।

১১৯। আমার ইচ্ছার সাথে তোমার ইচ্ছা মেলাও; ফল আশু হবে। ভক্ত দিয়েই ভগবানের পরিচয়। আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়। আমার কি মূল্য আছে? আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়!

১২০। নাম মহৌষধি। নামে রোগ সারে। নামে ভক্তির উদয় হয়।

১২১। ওসমান আলী সমস্ত এশিয়া খণ্ড জয় করেছিল। কাবুল রাজ্য তখন জয় করতে যায়। কাবুলের রাজা ও রানী তাকে দেখতে গিয়েছিল ওসমান আলী কেমন লোকটি, সমগ্র এশিয়া জয় করে এলো। তার শিবিরে প্রবেশ করল। দেখে বড় বড় এক একটি তাঁবু, পতাকা উড়ছে। জাঁকজমক দেখে ভাবে এইখানেই ওসমান আলী থাকেন। জিজ্ঞাসা করে জানলেন এটি তাঁর কমান্ডারের বাসস্থান। অপর একটি ছোট তাঁবু দেখে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর এলো এখানে তাঁর জেনারেল থাকেন। অপর একটি তদপেক্ষা ছোট তাঁবু দেখে জিজ্ঞাসা করে জানলেন এখানে তাঁর ক্যাপটেন থাকেন। পর পর মেজর, লেফটেনান্ট, হাবিলদারের ক্যাম্প দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে ওসমান আলী থাকেন কোথায়? বাদশা ওসমান আলী থাকেন একটা অনাড়ম্বর ছোট তাঁবুতে— দেখতে নৌকার ছইয়ের মতো। তার মধ্যে একটা মাদুরে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। দেখে বিশ্বাস হল না। জিজ্ঞসা করলেন, আপনিই কি বাদশা ওসমান আলী, সমগ্র এশিয়া জয় করেছেন? বাদশা উত্তর দিলেন, ''আমি প্রজার ভৃত্য, রাজার কর্তব্য পালন করি মাত্র'' রাজা বিষ্ণুর অবতার। আর এখন আমরা কি দেখি? প্রজাপালন নয়; প্রজা পীড়ন।

১২২। সমস্ত শক্তির মূলই হল ধর্ম। জগৎটা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হলে শক্তির উৎসই অবলুপ্ত হতো। ধৈর্য্য একটা ধর্ম। মানুষ ধৈর্য্যশীল হবে। বজ্র মাথায় পড়লেও চঞ্চল হবে না। ধৈর্য্য যা ধারণ করবে তা আজীবন ছাড়বে না। তাকেই বলে ধর্ম। ক্ষমা একটা ধর্ম। তোমরা মনে কর প্রস্তর মূর্তির উপরে, ধাতুময় মূর্তির উপরে,

কাষ্ঠের মূর্তির উপরে ফুল জল ছিটালেই ধর্ম হয়। ক্ষমা ধর্ম—হাজার অপরাধ করে থাকুক, মহাপাপী মহতের কাছে গেলে ক্ষমা পায়। দয়া ও ইন্দ্রিয় যার হাতের মুঠে—বশে, সেই হল ধার্মিক। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, দশ ইন্দ্রিয় যার বশে বাক্য, হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ, চক্ষু, ত্বক, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যার বশে সেই একমাত্র ধার্মিক। ধার্মিক ব্যক্তি কখনও পরস্বাপহরণ করে না। অচৌর্যবৃত্তি তার। এই হল ধার্মিকের লক্ষণ। ধার্মিক ব্যক্তি কখনও কাউকে কটুকথা বলে না। মন সংযম—যে মনকে জয় করতে পেরেছে সেই একমাত্র ধার্মিক। যার মনে কুচিন্তা কুভাব হয় না। অসৎ চিন্তা মনে স্থান পায় না যার, সেই মনোজয়ী। অচৌর্যবৃত্তি পরায়ন ধার্মিক ব্যক্তিও শুচিই হবে। ফুল ছিটালাম, নাম জপ করলাম, ধার্মিক হলাম। দেহ শুদ্ধ না, মন শুদ্ধ না, মালা জপ করলাম। ''হরি হরি বলে—কাপড় গুটায়?' ভোজন করে ষোলবার কুলকুচি করবে, তবে মুখ শুদ্ধ হবে, একেবারে দুবারে মুখ শুদ্ধ হয় না। শুচি—অন্তর শৌচ আর বাহ্য শৌচ। দুই প্রকার। বাহ্য শৌচ যেমন কুলকুচি, মলমূত্র ত্যাগের পর জল ব্যবহার, নিত্যস্নান বাসি বস্ত্র ধৌত, অঙ্গ মার্জনা। অন্তর শৌচ—সত্য কথা কইবে, মনকে শুদ্ধ করবে। মিথ্যা কথা বললে মন অশুদ্ধ হয়। ধার্মিকের লক্ষণ বিদ্যা, আত্মজ্ঞান, ধী, ভগবানে বিশ্বাস, গুরুতে বিশ্বাস। ধার্মিক ব্যক্তি আত্মজ্ঞানী হবে, গুরুতে বিশ্বাসী হবে, ভগবানে বিশ্বাসী হবে, সত্য সেবন করবে, সত্যের আশ্রয় নেবে, অক্রোধী হবে। এই সবই ধার্মিকের লক্ষণ। এই সব গুণ যার ভেতরে আছে সেই ধার্মিক। এই সবই এখন বিদায় নিয়েছে। এই সব ধর্ম সংসার হতে বিদায় নিয়েছে। পশুবলের প্রাবল্য ঘটেছে। তাই এখন মানুষ মানুষকে মারে। মানুষের এখন পশুর স্বভাব। পশুর আচরণ। সত্য, অক্রোধ। ক্রোধ বিনাশের মূল। ক্রোধের বশীভূত হয়ে, দেশ ছারখার করে। সাজানো গোছানো দেশ শ্মশানে পরিণত করে। ক্রোধঃ বিনাশস্যহি মূলম্। ইন্দ্রিয়াদি কোনটাই বশীভূত নয়। কাজেই দেশ শ্মশানে পরিণত। অবশীভূত ইন্দ্রিয়াদি!—ফল ধ্বংস।

গুরুদেব বিনা নাহি ভাগ জাগে;
গুরদেব বিনা নাহি প্রীতি জাগে;
গুরুদেব বিনা নাহি শুদ্ধ হৃদম্।
গুরুদেব বিনা নাহি মোক্ষ পদম্।

১২৩। ভক্তি মহারাণী। অসম্ভব সম্ভব ঘটায়। অঘটন ঘটায়। ভক্তি রাখ। বিশ্বাস রাখ।

১২৪। গুরুময় ভূমণ্ডল। গুরুর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হতে পারে না। গাছের পাতা পরে না গুরুর ইচ্ছা ছাড়া।

১২৫। আনন্দময় জগৎ। আনন্দম্! আনন্দম্! সৃষ্টি স্থিতি লয় আনন্দময়। কেবলই আনন্দ। সুখ দুঃখ বলে কিছু নাই। সুখ দুঃখ মানুষের কল্পনা। কল্পনায় সুখ দুঃখ ভোগ করে মানুষ।

১২৬। নারায়ণ, শিব দুই না। যেই নারায়ণ সেই শিব। নারায়ণও বড় শিবও বড়। নারায়ণ, শিব ভিন্ন মনে করো না।

১২৭। লভিতে ফণির মণি থাকে যদি মন, তবে পারিবে কি সহিতে দংশন? ভেবে দেখ। সংসার পেতেছ ধ্বংসের সামিল হয়ো না।

অজ্ঞ নাবিকের মতো সংসার করতে নেই। ভবসিন্ধু—সংসার ভবসিন্ধু। ধীর স্থির নয়। অজ্ঞ নাবিকের নৌকা কূলে পৌঁছায় না। আবর্ত্ত-সঙ্কুল। ঘূর্ণিপাক আছে। তরঙ্গ পাক দিয়ে উঠছে। বুঝে সুঝে চল—হুঁশিয়ার নাবিকের মতো।

হুঁশিয়ার নাবিকের দরকার। যেমন তেমন নাবিক না—হুঁশিয়ার নাবিকের দরকার। সংসার বুঝে সুঝে করতে হয়।

১২৮। সাপের দন্তে বিষ। সাপের সঙ্গে খেলা করতে হলে—বিষ-দন্তটা উৎপাটন করে ফেলতে হবে। তার পরে সাপ নিয়ে খেলা করতে হবে। আগে বিষদন্ত ফেল। সংসারেরও বিষ-দাঁত আছে। আগে সেই বিষ-দাঁতটা ভেঙে সংসার কর—মজা পাবে।

১২৯। ভগবানের কাজ যে করতে পারে—সেই ভাগ্যবান। দশজনকে যে পালন করে—সেই ভগবান।

১৩০। সাধুর চরিত্র-মুদ্রা বোঝে কে? গুরু নানক বলেন—যিন্ ঢোঁরে তিন্ পায়। যে খোঁজে সেই পায়। অপরে নয়।

১৩১। বৈকুণ্ঠ—যেখানে কোন কুণ্ঠা নেই। ভগবানের উদয়। দীন-দুঃখীওকা হিতৈষী-ভগবান।

১৩২। নিয়ম, ন্যায়, নীতি পাপে নাশ হয়। পাপে সমস্ত দুঃখ আনে। দেহের পাপ দূর হয় দরশন-পরশনে।

১৩৩। আমি কভু আমার না। সব কিছুই তুমি। দ্রৌপদী যতক্ষণ বুঝতে না পারছিলেন, কাপড় ধরে টানাটানি করছিলেন। না পেরে কাপড় টানাটানি ছেড়ে দিলেন। বুঝতে পারলেন, "আমি কিছু না, আমি কোন শক্তি না।" যখন কাপড় টানাটানি ছেড়ে স্মরণ নিলেন তখন রক্ষা পেলেন।

১৩৪। নামের আশ্রয় নিলে কর্ম্মভোগ সহজে কাটে। না হলে কর্ম্মভোগ কাটে না।

১৩৫। ওঁ নমো শিবায়! ওঁ নমো শিবায়! ওঁ নমো শিবায়! শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে; নিবেদয়ামিচাত্মাণং ত্বং গতি পরমেশ্বরং।

১৩৬। সবাইকে সমান চক্ষে দেখ। প্রত্যেকের প্রতি সমান ভাব রাখ। ফুল-জল ছিটানো—এগুলি কিছু না। দ্বন্দ্ব মিটাও। সবাইকে সমান চক্ষে দেখ। এই ধর্ম।

১৩৭। সংসার আনন্দময়। ভগবান কি না দিয়েছেন? তবু ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব। পিতা-পুত্রে মিল নেই। ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নেই। স্বামী-স্ত্রী মিল নেই।

১৩৮। গুরুকে সাথে করে সংসার করতে হবে। সংসারে এসেছ মুক্ত হতে, বাধা পড়তে নয়। সংসার মুক্তিক্ষেত্র। দেবতারা ইচ্ছা করেন সংসারে আসতে। মুক্তি-লাভের অধিকারী হতে সংসারে আসতে হয়। মনুষ্য-যোনি মুক্তির পথ, মুক্তিক্ষেত্র। বাধাপ্রাপ্ত হতে না হয়, এ-রকম করে সংসার করবে। সংসারে এসেছ মুক্তি-লাভের জন্য। ভগবানকে সাথে করে সংসার করবে। গুরুকে সাথে করে সংসার করবে। সেটা সংসার নয়। মুক্তিরই কারণ।

১৩৯। আনন্দময়ী মা-ভুখায়িত অবস্থা-অচেতন ভাব। কয়েকটি নিষ্কাম ভক্ত তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে। চতুর্দিকে তাঁর প্রচার হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও ভুখায়িত অবস্থায় ছিল। অচেতন ভাব।

১৪০। গুরুর অপার মহিমা। বহ্নিকে পর্বত, পর্বতকে বহ্নি বানাতে পারে।

১৪১। সংসার কর্মবহুল—ঘটনা-প্রবাহ জটিল। এই সংসারের রূপ।

১৪২। অধর্মে দুঃখ—ধর্মে সুখ। অধর্ম না করলে দুঃখ আসতে পারে না। দুঃখ হবে কেন? দুঃখহারী সন্তানের দুঃখ দূর করেন। এই জন্যই পিতা। অধর্ম ছেড়ে দাও। দুঃখ আপনিই পালাবে।

১৪৩। অহং থাকতে প্রভুর দরশন হয় না। অহং নাশ কর—প্রভুর দরশন পাবে।

১৪৪। ভবসিন্ধু উত্তাল তরঙ্গময়—আবর্ত্ত-সঙ্কুল। পাক দিয়ে দিয়ে তরঙ্গ ওঠে। স্থির-ধীর নয়।

১৪৫। নামের নেশা নামই হয়—নেশাতে হয় না। নাম যেমন-তেমন বস্তু না।

১৪৬। জীবভাব নিয়ে ধর্মস্থানে এলেও শান্তি পাবে না।

১৪৭। গুরুশে কপট্-সাদ্‌সে চুরি। গুরুর সঙ্গে কপটতা—সাধুর দেবধন চুরি।

১৪৮। চিকিৎসা যে যা করুক—ভগবান সাথে না থাকলে কিছু হয় না। চিকিৎসা ভগবানকে সাথে রেখে করতে হয়; তবে চিকিৎসা ফলবতী হয়।

১৪৯। একমাত্র তাঁর ইচ্ছায় জগৎ পরিচালিত। জগৎ তাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। তিনিই একমাত্র জগতের স্রষ্টা—নিয়ন্তা—তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হয়।

১৫০। আসা অর্থ জন্ম সার্থক করা। নইলে তো আসা বৃথা। বিবাহ ন কার্য্যায়। বিবাহ ধর্ম্মায়। দুই-এ মিলে ধর্ম করা। বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম অর্জনের জন্য। দুই-এ মিলে ধর্ম অর্জন। ন কার্য্যায়।

১৫১। ন চ দৈবাৎ পরম্ বলম্।

১৫২। ভবসিন্ধু—সংসার ভবসিন্ধু। আবর্ত্তময়—উত্তাল-তরঙ্গ-ময়। চরণ-ছাড়া হইও না।

১৫৩। দাহ্যমান ইতি দেহ। সব সময় জ্বলছে—কেবল জ্বলছে।

১৫৪। কাঠের নৌকা ডুবে যায়। ধর্মের নৌকা ডোবে না।

১৫৫। সংসার সাগরের খরস্রোতে গা ভাসাইও না। দেহ-তরী ভাসাইয়া দিও না।

১৫৬। প্রেম আর সেবা এই দুই-ই বস্তু। আর সব অবস্তু।

১৫৭। নাম অমূল্য জেনো। ভবসিন্ধু পারের জন্য। ভবসিন্ধু উত্তাল-তরঙ্গময়—আবর্ত্ত-সঙ্কুল। যেমন তেমন তরঙ্গ না। ঘুরে ফিরে বেড়ায়। উত্তাল-তরঙ্গ। আবর্ত্ত-সঙ্কুল। নাম—অমূল্য।

১৫৮। পুটলি নিয়ে যেতে পারে না। সারা জীবন পুটলি বানাবা—নিয়ে যেতে পারবা না। ফালাইয়া যাইতে হইব। পুটলি বাইন্দ না। আমিও পুটলি বান্দছিলাম। এই দেখ। একশত টাকার, পাঁচশত টাকার নোট ২৮,০০০ টাকা। এই দেখ পুটলির দশা। এই দেখ পুটলির দশা—যা নিয়ে যেতে পারব না। যা পার ভগবানের সেবায় লাগাইবা।

১৫৯। গুরু যদি সঙ্গের সাথী হয়—যাওয়া স্থায়ী হয়। যাওয়ার মতো যাওয়া। আর আসতে হয় না। পুটলি থাকলে—যাতায়াত কেবল যাতায়াত। আর ছেচা-গুতাত দেখছ। পুনরপি জনমম্ পুনরপি মরণম্। হে মুরারি ত্রাণ কর। বার বার আসা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

১৬০। যে কোন কাজ গুরুর। গুরুর চরণ অমূল্যধন। খরিদদার নাই। লক্ষ টাকা। যার তার কাম না। বড় বাপের বেটীর কাম। অমূল্য ধন—গুরু চরণ। এক লক্ষ টাকা চাই।

১৬১। বিষয়ে বিকার। বিষয় থাকবে—বিকার থাকবে না। বিষয়ে বিকার—বিষয়ানল। বিষয়ানল।

১৬২। ধর্ম-পথে শত-বাধা। জটিলা কুটিলা হয় বাদী। কৃষ্ণ-সেবার বাদী। চিরকাল বাধা। ননদিনী তুই বলগে যা নগরে—ডুবেছে রাই-কলঙ্কিনী কলঙ্ক সাগরে।

১৬৩। ব্রহ্মনাম যার কানে—তারে যমে ছোবে না।
ব্রহ্মনাম যার কানে—তারে যমে ছোবে না।

১৬৪। গুরুনাম মহা পবিত্র নাম। এই নাম নিয়ে যে যেমনে ব্রতী হবে—সে সেই কাজে জয়ী হবে।

১৬৫। সব তিথি সুতিথি—সব বার সুবার বলা যায়। গুরুনাম এমন পবিত্র নাম। তাঁর নাম করে গেলে জয় ছাড়া ক্ষয় নাই। তাঁকে ছেড়েও খুটিনাটি তাঁকে বাদ দিয়ে—এ জন্যই বলেছে—সব তিথি সুতিথি সব বার সুবার—তাঁর নাম করে গেলে। তার লাগে ভদ্রা—যে ভুলে নন্দকুমার। তার লাগে ভদ্রা—যে ত্যাজে নন্দকুমার। ধর্ম-রাজ্যের ভাবই আলাদা। সেই রাজ্যে কেউ পদার্পণই করে না।

১৬৬। গুরুবাক্য অমৃত বাক্য—ধরতে পারলে হয়।

১৬৭। আধার সে ছোর দে—দুঃখ আবসে ছোর যায় গা। কায়িক-মানসিক-বাচনিক তিন দুঃখই দূর হবে। দুঃখের নিবৃত্তি হবে।

১৬৮। জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। গুরু সেবায় বিঘ্ন ঘটিয়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধন, গুরুকৃপা থেকে বঞ্চিত করে। আগে ঠিক করতে হবে জীবনের উদ্দেশ্য। তার জন্য নির্দেশিত পথে চলতে হবে। গুরু সেবায় বিঘ্ন ঘটিয়ে—জীবনের উদ্দেশ্য সাধন হয় না।

১৬৯। ব্রজানন্দ জগন্মাতা—জগৎ পালক। ব্রজানন্দ জগন্মাতা—জগৎ পালক।

১৭০। কত অপরাধ কর? ধর্মে থাক—অশান্তি কেন হবে। অধর্ম ছেড়ে দাও—গুরু নাম কর—আপনি শান্তি হবে।

১৭১। বাধা বিঘ্নের মস্তকে পা ফেলে চলে আসবে। এই পথে বাধা নেই—তুমি যদি ঠিক থাক। শোন যবন হরিদাস কি বলে—খণ্ড খণ্ড হয়ে যদি যায় দেহ প্রাণ, তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম। কেমন জোরের কথা। এই পথে বাধা নেই। নিজে একটু ঠিক থাকলেই হয়।

১৭২। নামের প্রভাবে কি না হয়। নামের প্রভাবে হাজার হাজার পাপ ক্ষয় হয়। নামের তুল্য আর কি আছে জগতে? মানুষ কত পাপ করবে—পরিষ্কার হতে কতক্ষণ? হনুমান সেতু বন্ধন না করে জয় রাম বলে এক লাফে সাগর পার হয়ে গেল। নাম এমন বস্তু। নাম ধর শক্ত করে—সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ নাম সুধামাখা—জীবের পাপ ক্ষয় করে—নামে রুচি জন্মায়— গুরুতে প্রেমের উদয় হয়। ধর নাম শক্ত করে। নুলাপুত হলে চলবে না। ধর শক্ত করে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। বলহীন পুরুষ কি আর শক্তি সঞ্চার করতে পারে? নাম এমন—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড় রিপুকে ভস্ম করে ফেলে। যবন হরিদাস হরিনাম জপ করছে। এমন সময় কাজী পাঠালেন এক অপ্সরাকে তার ধ্যানভঙ্গ করতে। কাজী অপ্সরাকে আদেশ করলেন—হরিদাসের ধ্যান ভঙ্গ কর, সাধুগিরি দাও নষ্ট করে। হরিদাস ধ্যানে মগ্ন। কামাতুরা অপ্সরা ডাকে কৈ সাধু, এস না! হরিদাস বলে, একটু দেরী কর। পুনঃ পুনঃ ঐ একই উত্তর একটু দেরী কর। এদিকে রাত প্রভাত হয়ে এলো। কাজী জিজ্ঞাসা করলেন অপ্সরা কি হল? অপ্সরা উত্তর দিল কিছুই হয় নাই। হরিদাস সারারাত নামে ডুবে ছিল। শুনে কাজী আদেশ করলেন—আজ রাতে আবার যাও। রাত হলে অপ্সরা সাজসজ্জা করে হরিদাসের কাছে গিয়ে বললো—কি সাধু কি হল? হরিদাস উত্তর দেয়—আর একটু জপ বাকী আছে। অপ্সরা যতবার ডাকে হরিদাস ততবারই উত্তর দেয় আর একটু জপ করে নেই। অপ্সরা ভাবে—এমন সাধু আর আমি নিতান্ত পিশাচিনী নারকী। আমার নরকেও স্থান নেই। হরিদাসের কাছে প্রার্থনা জানায় আমাকে দয়া করে ভেক দিন। টাকা-পয়সা, সোনা-গয়না সব গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে বলে—আমার গতি কি হবে, বাবা? আমার নরকেও স্থান নেই। সব গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে অপ্সরা। দলে দলে লোক দর্শন করতে যায় এই সন্ন্যাসিনীকে। বেশ্যা হলো পরম মহান্তী রক্তবস্ত্র পরিহিতা। কেমন আশ্চর্য পরিবর্তন, বেশ্যা হলো সন্ন্যাসিনী। দলে দলে লোক আসে দর্শনপ্রার্থী হয়ে। নামের মহিমা—নাম ব্রহ্মাণ্ড।

১৭৩। বৈষ্ণবের পদধূলি শিবের ভূষণ করে এড়াও, ভাই, সংসার বন্ধন।

১৭৪। গঙ্গাম্বু সেবন, গঙ্গার তীরে বাস, গঙ্গা স্নান মহা ভাগ্য। তব তট নিকটে যস্য নিবাস—খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাস।

১৭৫। সে যে ফুরুৎ ফুরুৎ করে বেড়ায় কারো বাধা মানে না। পাবে কি করে? সাধন না করলে সাধনার ধন পাওয়া যায় না। সাধন করবে তবে তো সিদ্ধিলাভ হবে। প্রতি মাস পয়লা দর্শন করে যাবে। কোন খরচপাতি নেই।

১৭৬। সেবাতে প্রসন্ন হলে মোক্ষলাভ হয়। সেবা এমন বস্তু।

১৭৭। ইন্দ্রিয় ও মনের গতির প্রভাব ভয়ঙ্কর। লাগাম কষে ধরো। ইন্দ্রিয়ের লাগাম কষে ধরো। মনের লাগাম কষে ধরো।

১৭৮। দীক্ষা গ্রহণ করতে দিনক্ষণ মলমাস আটকায় না।

১৭৯। চরণ শক্ত করে ধরলে বিপদ কি করবে? বিপদের মাথায় পা দিয়ে চলবে। বিপদ কি? আপদে বিপদে যদি মজে রামপদে, আপদ বিপদ কি করবে? রূপসাগরে দাও না ডুব, আপদ বিপদ দূর হবে।

১৮০। এক রোটি যো দেগা এক ছেলের মা হবে। দো রোটি যো দেগা দুই ছেলের মা হবে। তিন রোটি যো দেগা তিন ছেলের মা হবে। রুটির বন্দোবস্ত কর ছেলে আনবো। এক সাধু দুপুর বেলায় এই বলে যাচ্ছিল। ওই রাস্তার ধারে এক অপুত্রক গৃহস্থের বাড়ি। তার কানে যেই এই কথা গেল সে আনন্দে আত্মহারা। হাম তিন রোটি দেগা। ডাল-তরকারী-রুটি দিয়ে সাধুর সেবা দিল প্রেমসে। সাধুর আশীর্বাদ পড়ল তিন ছেলে হবে। একদিন নারদ ওই পথে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে গৃহস্থের তিন ছেলে হয়। নারদ গৃহস্থের তিন ছেলে দেখে ভাবেন—ভগবান বলেছিলেন তার সন্তান হবে না। এখন নারদ তিন ছেলে দেখে অবাক। দেখে, তিন ছেলে ছোটাছুটি করছে। নারদ গৃহস্থকে বললেন ভগবান বলেছিলেন তোমার সন্তান হবে না—দেখছি তোমার তিন ছেলে হয়েছে। তখন গৃহস্থ প্রকৃত ঘটনা বলে দিল

নারদকে। সাধুর আশীর্বাদেই তার তিন ছেলে হয়েছে। সাধু যদি ভগবান হয় তা হলে এই রকমই হয়! সাধু ভগবান। তোমার কপালে যদি সন্তান না থাকে—সাধুর কৃপা দৃষ্টিতে সন্তান হবেই। যো না করে লকির সো করে ফকির! কপালের লেখায় যা না করে সাধু তা করে। জিস্‌কো না দেয় আল্লা—উস্‌কো দেয় ফকির মোল্লা। আল্লা যাকে না দেয় ফকির মোল্লা তাকে দেয়।

১৮১। প্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে, সর্ব পুণ্যবতাং বিশ্বাসোনৈবজায়তে। গোবিন্দে আর প্রসাদে নাম ব্রজে আর বৈষ্ণবে পুণ্যের জোর খুব বেশি যার বিশ্বাস হয়; সকল পুণ্যবানের হয় না।

১৮২। এই মূর্তির কাছে কাম, ক্রোধ কাঁপে থর থর। লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য পালায় চকিতে। এই মূর্তি দর্শনে পাপ নিঃশেষ হয়ে যায়। সুখ শান্তিতে সংসার ভরপুর হয়।

১৮৩। জীব কল্যাণের জন্য গুরুধাম গোলকধাম প্রতিষ্ঠা। জীব উদ্ধার হবে। জগৎ উদ্ধারণ নাম 'ব্রজানন্দ'। দিনান্তে একবার স্মরণ করবে।

১৮৪। ব্রজানন্দ এই দু'পোয়া দেহের মধ্যে নয়। ব্রজানন্দ সর্বব্যাপী সত্ত্বা। ব্রজানন্দ অনন্ত, ভজবে তো বিরাট অনন্তের—অসীমের ভজনা করবে। সসীমের উপাসনা করবে না। ব্রজানন্দ নিত্যসত্ত্বা। ব্রজানন্দ অসীম, অনন্ত বিরাট সত্তা। সসীমের উপাসনা করবে না। ব্রজানন্দ বিরাট, অসীম, অনন্ত এই ভাব নিয়ে ভজবে, তা হলেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। মন ছড়িয়ে আছে গুটিয়ে আনতে হবে।

১৮৫। দেহ ক'দিনের? দেহীকে ধরো। দেহ নিয়ে টানাটানি করো না। যিনি অনন্ত অনাদি তাঁর সন্ধান করো।

১৮৬। যে শিষ্য গুরু হতে দূরে সে ভগবান হতেও দূরে।

১৮৭। শিক্ষার ফল আত্মবিকাশ। প্রকৃত শিক্ষালাভ করা চাই।

১৮৮। যার প্রসাদে ভক্তি আছে—আগ্রহ আছে সে আপনি এসে চেয়ে নেয়—তাকে ডাকতে হয় না।

১৮৯। উদিতে জপতি নাথে। সূর্যোদয়ের পূর্বে গাত্রোত্থান করতে হয়—অন্যথায় সূর্যদেবকে অমান্য করা হয়।

১৯০। শিক্ষার চরম ফল—প্রকৃত শিক্ষার প্রভাব এই—ধর্মপরায়ণ হবে। প্রকৃত শিক্ষা না পেলে ধর্মহীন পণ্ডিত হয়। যে শিক্ষা ধর্মহীন পণ্ডিত তৈরি করে—সে শিক্ষা কুশিক্ষা। সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

১৯১। শ্রীগুরুর পদধৌত জল মস্তকে নাও। জীবন সফল—কৃত কৃতার্থ—কিছু বাকি থাকে না। ওঁ গুরবে নমঃ। ন গুরোরধিকম্। গুরু সব চেয়ে আপন। সফল জনম—সফল জীবন।

১৯২। আমার হিত হোক বা না হোক—গুরুধামের হিত হোক—ধামবাসীদের এই মহামন্ত্র জীবনবেদ। এই ভাব নিয়ে না থাকলে—না হবে ধর্মের মঙ্গল—না হবে তোমার মঙ্গল। ত্যাগী হতে হবে—গৃহী নয়। ধামের হিতার্থে আপন স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। ভক্ত-শিষ্যদের আপন জ্ঞান করতে হবে। গুরুধামের আইনই আলাদা। এখানে নিজ স্বার্থ হারাতে হবে। অন্যথায় না হবে ইহকালের—না হবে পরকালের মঙ্গল।

১৯৩। ব্রজানন্দ সত্য নাম—ওঁকার মধ্যে কাশীধাম। এই লীলার উদ্দেশ্য জীব-কল্যাণ। আমার সব কিছু খাওয়া–ওঠা–বসা জীবের কল্যাণের জন্য।

১৯৪। মাইরা সোনার বাক্স রাখে—দেহটা সেইরকম। মাইরা সোনার বাক্সটা চোখে চোখে রাখে। যেখানেই থাকুক—চোখ থাকে সোনার বাক্সের উপর। সেইরকম দেহটার উপর চোখ রাখতে হয়। দেহটা যেন সুস্থ সবল থাকে।

১৯৫। ধর্ম দিয়ে মানুষ শান্তি লাভ করে। ধর্মহীন জীবন—তাই কেবল গোলমাল আর গোলমাল। শান্তি নেই। করো ধর্ম-কর্ম, শান্তিলাভ হবে। ধর্ম-কর্ম নেই—শান্তিলাভ হবে কি করে? দিনরাত অগণিত অধর্ম কর্ম। ধর্মহীন জীবন—শান্তিলাভ হবে কি করে?

১৯৬। নাম গ্রহণ করো—দেহ পবিত্র হোক। দেহ-মন পবিত্র না হলে

কোন কার্যেই সিদ্ধিলাভ হয় না। নাম গ্রহণ করো—সব দিক দিয়ে মঙ্গল হবে।

১৯৭। তাঁর নামে ক্ষয় নেই। তাঁর নাম নিয়ে আরম্ভ করলে জয় অবশ্যম্ভাবী।

১৯৮। কাল বড় ভয়ঙ্কর। কালের প্রভাবে মনের পরিবর্তন হতে পারে। শুভ-বাসনা সব সময় মনে জাগে না। কাজেই শুভস্য শীঘ্রম্। নিঃশ্বাসের নেই বিশ্বাস। মরেও শান্তি পাবে না। মরণই তো শেষ নয়—পরকাল আছে। শুভ বাসনা কি সব সময় মনে জাগে? মনের পরিবর্তন হতে কতক্ষণ? দীক্ষার বাসনা যখন মনে উদয় হয় কালক্ষেপ করতে নেই। নিঃশ্বাসের নেই বিশ্বাস। মনের কথা মনেই থাকবে। লুটিয়ে দেয়—সঙ্গের সাথী কেউ হবে না।

১৯৯। ভক্ত শিষ্য একার্থবাচক। ভক্ত শিষ্য উভয়েই সমর্পিত প্রাণ। দীক্ষিতের কাজ একটু তাড়াতাড়ি হয়, সাধন ক্ষেত্রে গুরুর সাহায্য পায়। উভয়েরই এক অবস্থা।

২০০। তোমাদের পূর্ণ বস্তু দিয়েছি। অসম্পূর্ণ কিছু রাখিনি। ওই যে নাম দিয়েছি—নামের কাছে চাইলেই সব পাবে। চাইলেই আমার দেখা পাবে। এইরকম—যেমন আমার দেহে হাত বুলাচ্ছ—সেই রকম। এইজন্য দেহ নষ্ট করা হয় না, সমাধি দেওয়া হয়। সমাধি থেকে সময় সময় দর্শন দেন। দেহ নশ্বর— এই আইন আমার। আমি কি এই আইন লঙ্ঘন করতে পারি? পারি না। এই আসন রেখে গেলাম। এই আসন রক্ষা করে রাখবে তা হলে আমাকে পাবে। এই আসন রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের—ভক্ত শিষ্যদের। আমি এই আসনেই আছি—এই আসনই ব্রজানন্দ এই বিশ্বাস যদি রাখতে পারো তবে তোমরা কখনই আমার অভাব অনুভব করবে না। আমাকে চিরকাল পাবে।

২০১। এই জগতে তিনটি বস্তু দুর্লভ। সাধু দর্শন, মনুষ্য জন্ম, সৎগুরু লাভ। সাধু দর্শন দুর্লভ দর্শন। সৎগুরু লাভ সাধন সাপেক্ষ। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ জন্ম। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে তবে মনুষ্য যোনি লাভ হয়। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ এই অর্থে।

২০২। মন ঠিক করা সাধন-সাপেক্ষ। মায়ায় মুগ্ধ হয়ে এই মন কতকাল মলিন হয়ে আছে। সেই মনকে শুদ্ধ শান্ত করা সাধন-সাপেক্ষ। যজ্ঞ করতে হয় তপস্যা করতে হয়। তপস্যা যজ্ঞ এক কথায় উঠেই গেছে। তপস্যা কেউ বোঝেই না—তপস্যা কি। বিষয়াভিমুখী মন তো মলিন হয়ে আছে। মনকে শুদ্ধ শান্ত করো। অঙ্গারের ময়লা কাটে অগ্নির দহনে। মনের ময়লা কাটে সাধু সম্মেলনে–তপোযজ্ঞে। তপস্যা যজ্ঞ তো উঠেই গেছে। সহজ পথে সাধু সঙ্গ করে মনের ময়লা কাটাও। মনকে শান্ত শুদ্ধ করো। করতে থাকো। মহতের দর্শন যেখানেই পাও করো। সহজ পথ দর্শন পরশন। একটা ধরতে পারলেই হয়। মন এদিক সেদিক যায় বলে ছাড়বে না। বসবে—বসবে। যুদ্ধ করতে করতে মন বসবে। ছাড়বে না—ছাড়বে না। মনকে টেনে আনবে। যতবার মন এদিক সেদিক যায়—টেনে আনবে পথে। পানাপুকুরে স্নান করলে—হাত দিয়ে পানা সরাতে হয়। অভ্যাস রাখো। এই জন্যই নাম-জপ। অভ্যাস রাখো। অভ্যাস যোগ যোগাভ্যাস। দর্শন করো—এগিয়ে যাবে। সাধন ভজন করার সময় সুযোগ-সুবিধা তো নেই। কাজেই মহাপুরুষের কৃপা লাভ করো। যেমন ইঞ্জিনের সাথে মালগাড়ি। মহাপুরুষের সাথে সঙ্গ করো। মনের ময়লা কাটে সাধু সম্মেলনে। সাধন ভজনের যুগ তো নয়—ঘোর কলি।

২০৩। উপাধী বাড়াবে না—অশান্তি ভোগ হবে। সংকোচ শক্তি অবলম্বন করতে হবে—উপাধি বাড়াবে না। কেউ মিনিস্টার—কেউ লাট। এখন গাড়ি ছাড়া চলে না—এই উপাধি। এই উপাধি। যখন গাড়ি রাখার ক্ষমতার অবসান হবে—অশান্তি ভোগ হবে। খুব সংক্ষেপ করে চলবে উপাধি বাড়াবে না। খুব ঠাণ্ডাভাবে থাকবে—খুব সিধাভাবে থাকবে—মনটাও শান্তিতে থাকবে। ঠাণ্ডাভাবে থাকো—কিছুতে পাবে না। উপাধি বাড়ালেই লোকের চোখ পড়ে।

২০৪। পাপজ ব্যাধি নিরাময় হতে—তীর্থ, ধর্ম, দানপুণ্য প্রয়োজন। অন্তর্ব্যাধি বহির্ব্যাধি উভয়ই।

২০৫। এক রাজরানী রামভক্ত ছিলেন—কিন্তু রাজা রামভক্ত ছিলেন না। রানী এজন্য দুঃখিত। রানীর আক্ষেপ—রাজা যদি রামভক্ত হতেন—তিনি জোর পেতেন। এক রাত্রে রানী শুনতে পান রাজা ঘুমন্ত অবস্থায় রাম রাম উচ্চারণ করছেন। রানীর আনন্দের পরিসীমা নেই। রানী ভাবেন—এমন রামভক্ত স্বামী— এতদিন চিনতে পারেননি। এমন মহাপুরুষ স্বামী—তাঁর ওপর এই ভুল ধারণা তাঁর। রানী মনের আনন্দে প্রজাদের মিঠাই-মণ্ডা খাওয়াবেন। মন্ত্রীকে আদেশ দেন—মন্ত্রী এই মর্মে রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে দিলেন। প্রজারা সাজসজ্জা করে দলে দলে এসে ভোজনে আপ্যায়িত হলো। এদিকে রাজা এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। দেখে শুনে রানীকে জিজ্ঞাসা করেন ব্যাপার কি? রানী আনন্দে সকল কথা রাজাকে বললেন। অবশেষে বললেন এজন্যই আমি প্রজাদের মিঠাই-মণ্ডা সেবা দিয়ে আনন্দ করতে আদেশ করেছি। আমি রামভক্ত—তুমি কোন দিন রামনাম করোনি। এ জন্য আমার মনে দুঃখের অবধি ছিল না। এক রাত্রে তুমি ঘুমন্ত অবস্থায় রাম রাম উচ্চারণ করেছ, তাই শুনে আমার এতো আনন্দ। এই শুনে রাজা ভাবেন যে কথা এতদিন আমি সযত্নে গোপন রেখেছি, ঘুমন্ত অবস্থায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ল। এই বলতে বলতেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে গিয়ে রাজার মৃত্যু হয়। সাধন করবে—মনে-বনে-কোণে।

২০৬। মানুষ ভগবানের দর্শন পেয়েছ—জীবন সফল—অমঙ্গল দূর হয়েছে—মনোবাসনা পূর্ণ হবে। দর্শনে অমঙ্গল দূর হয়—মনোবাসনা পূর্ণ হয়। সব দিক দিয়ে জয় হয়।

২০৭। আত্মশক্তির উপর নির্ভর দিয়েছিলে—সুফল হয়নি। এখন ভগবানে নির্ভর দিয়েছ—ফলপ্রসূ হবে। আশীর্বাদ অমোঘ।

২০৮। গুরু এসেছেন—জোর করো। এমন দিন আর পাবে না। কি ভাবনা আর, এসেছে এবার, দাতা শিরোমণি করুণা আধার। দাতা গ্রহীতা দুইই বরাবর। যেমন দাতা—তেমন গ্রহীতা। বলি রাজা আর বামন। ত্রিপাদ ভূমি। আর এক পাদ রাখার জায়গা

নেই। দুইই বরাবর চাই—রমারম। যেমন দাতা—তেমন গ্রহীতা। ওঁ কৃষ্ণায় ব্রজানন্দায় নমঃ।

২০৯। ভক্তালয়ে সেবা—আমার কত আনন্দ। নূপুরের শব্দ কানে গেল তোমার। নূপুরের ধ্বনি শুনে ধন্য হলে। আর একটু অগ্রসর হলেই একটা লাঠি নিয়ে গোপাল দর্শন হয়ে যেত। এক ভক্ত আমায় গোপাল রূপে ভজনা করতো। নূপুরের ধ্বনি শুনে তার মনে হলো চোর এসেছে—তার গোপাল চুরি করে নিয়ে যাবে। চোর তাড়াতে লাঠি নিয়ে এলো। পরে আমার চতুর্ভুজ মূর্তি দেখে—আমার গোপাল রূপ দর্শন করে বুঝলো—চোর নয় গোপাল স্বয়ং। হাত থেকে লাঠি ফেলে দিল—নইলে আমাকে লাঠির বারি খেতে হতো—যদি আমি আমার রূপ না দেখাতাম। নূপুর তো বাজবেই। ভক্তালয়ে আনন্দধ্বনি—নূপুর তো বাজবেই। লাঠির ভয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করতে হয়। আর একটু অগ্রসর হলেই—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ দর্শন হতো তোমার। মহাভাগ্য!

২১০। কোনও দিন মনে কোরো না তুমি একা। একা তুমি কিছুতেই হতে পারো না। তোমার সাথে থাকবোই আমি। বেড়া শক্ত করে দেবে—ফাঁক যেন না থাকে। তা হলে গরু বাছুর ঢুকে-সব নষ্ট করে ফেলবে। বেড়ায় কোন ফাঁক যেন না থাকে। হুঁশিয়ার!

২১১। ঠিক ঠিক মতো ব্যারিস্টারি করতে পারলে না? একটুখানি গোলমাল করে ফেললে। মারু ভক্ত দেখনি। সেবাইত বলে—বাবা শয়নে আছেন এখন দর্শন হবে না। মারু ভক্ত উত্তর দেয়—জগৎ যাক আর থাক—দর্শন না করে যাবো না। আমার কর্ম না করে আমি যাই না। আমার আদায় পুরো না করে যাই না। বাবা যে অবস্থায় থাকুন—শয়নে থাকুন তুমি ঠেকাইবার কে? মারু ভক্ত একেই বলে।

২১২। সময় নেই—সময় নেই, সেবার দ্রব্য হাতে নিয়ে একটু মুখে দিন। মুখে দিয়ে দেখুন। সময় মতো হলে হয়। যখন তখন কি

সেবা হতে পারে? এখনও কি আমি গোপাল নাকি? সময় মতো হলে হয়।

২১৩। বি.এ পাশ, এম.এ. পাশ নামের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাকে শোনাও। গালভরা কথা—কথার সরিৎ সাগর। প্রশ্ন প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকৃত বিদ্যালাভ হতে অনেক দূরে। যে বিদ্যাতে আত্মবিকাশ, আত্মজ্ঞানলাভ হয় না সে বিদ্যা বিদ্যাই না। আচার্য্যবাণ স এব বিদ্বান। চরিত্রবাণ লভতে জ্ঞানম্। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একমাত্র অর্থকরী বিদ্যালাভই হয়। বর্তমান শিক্ষায় দেশ ছারখার হয়ে গেল। না হয় চরিত্রোন্নতি না হয় ধর্মে বিশ্বাস। চরিত্রবাণ স এব বিদ্বান্।

২১৪। মানুষের ধৈর্য্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। ধৈর্য্য না থাকলে সে মানুষই না। তার পদে পদে পরাজয়। ধৈর্য্য ধরে থাকো। আমি আছি তোমার পাছে পাছে।

২১৫। চিরস্থায়ী কর্ম কর। পাকাপাকি কর্ম হলে কিছুদিন থাকে। আম সন্দেশ তো রাত প্রভাত হলেই নিঃশেষ। পাকা কাম কর কিছুকাল থাকবে।

২১৬। গাভী বিষ্ণুর অবতার। দেবালয়ে গাভী পালন, গো-সেবা শাস্ত্রসম্মত। গো-সেবা পরম ধর্ম। পূজা-আর্চায় পঞ্চামৃত, গোরচনা, গোবর প্রয়োজন হয়। কামধেনু গাভী যখনই দোয়াবে দুধ পাবে তখনই। যত্ন পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। মশায় না কামড়ায় সেইজন্য মশারি টানিয়ে দিতে হয়। আখরায় আখরায় কামধেনু পালন করা হয়। কামধেনু যখনই দোয়ায় দুধ দেয়। এর জন বংশগত শক্তি, উপযুক্ত খাদ্য, যত্ন-পরিচর্যা, সেবা-যত্ন অত্যাবশ্যক। গো-সেবায় অনুরাগ ভালো গৃহস্থের লক্ষণ। গোগৃহে-দেবগৃহে-পিতামাতাকে প্রত্যুষে শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তি প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য।

২১৭। সেই সমুদ্রেই ঝাঁপ দাও—শান্তির সমুদ্রে ঝাঁপ দাও—শান্তির সমুদ্রে ভক্তির সমুদ্রে মিশে যাও। একাকার হয়ে যাও। শান্তির জাহাজের সঙ্গে জালিবোট বেঁধে নেব আমি। আমি আমার করে

নেব—তুমি মনে-প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়। যার নাই—আমি তাকে দিয়ে দিই। যার আছে তার রক্ষা করি। কারও অভাব রাখি না। সবার অভাব পূরণ করি।

২১৮। হ্যাম্ থাকো রামে—থাকো রামে সাঁইয়া—জগৎ বৈরী হলেও—জগৎ বৈরি হয়েছে ভি কুছ না কর সাকে। দুষমন্ কুছ না কর সাকে। যাকো রাখে সাঁইয়া দুষমন্ কুছ না কর সাকে। বিশ্বাস রাখ।

২১৯। যো আয়া হ্যয়, সো জায়গা ভি—রাজা, ভিখারী, ধনী, নির্ধন। মন মরি না মায়া মরি। কত ভক্ত চলে গেছে—মায়াকে কেউ মারতে পারেনি। মনও মরে না—মায়াও মরে না। আশা তৃষ্ণার শেষ নেই। মায়া অনন্তকাল থেকে আছে—অনন্তকাল থাকবেও।

২২০। যা সঞ্চয় করেছে, তাই নিয়েই তো আসবে আমার এখানে। তার বেশি নিয়ে আসবে কোথা থেকে? যা জন্ম জন্ম সঞ্চয় করেছে তাই তো তার পুঁজি। এই আসা যাওয়ার মধ্যেই জন্ম-জন্মান্তর। যার সুকৃতি আছে—শেষ পর্যন্ত পার হয়ে যায়। ধ্রুবও প্রথম কামনা নিয়েই এসেছিল ভগবানের কাছে। পরে ভগবান দর্শন হলে—আর কামনা নেই—রাজ্য চাই না—রাজা হতে চাই না। সব চাওয়া পাওয়ার শেষ। পরমার্থ লাভ হলে আর চাওয়া পাওয়ার কিছুই থাকে না। 'বরং ন যাচেৎ। আমাকে দর্শন করে ঘর পূর্ণ হয়ে গেছে। চাইবার আর কিছুই রইল না। যাওয়া চাই। কামনা বাসনা নিয়েই প্রথম যাবে। যেতে যেতে কামনা বাসনার অবসান। ধ্রুবও কামনা নিয়েই গিয়েছিল প্রথম—রাজ্য চাই। অনেকেই এভাবে তরে যায়। যারা নিতান্ত বদ্ধ জীব—তারাই পড়ে থাকে। মায়া তেরি তিন নাম—পরমা, পরেমা, পরেশরাম।

২২১। গাছে ওঠে মরতে—জামিন হয় ভরতে। নিজানন্দ সাধুর মৃত্যু প্রসঙ্গ। ঢাকায় হরতাল। গাভীর জন্য ঘাস ক্রয় করা সম্ভব হয়নি পর পর ক'দিন। আজ গাভীর অনশনের সম্ভাবনা দূরীকরণার্থে, আম্রপত্র সংগ্রহের জন্য আম্রবৃক্ষে উঠে আম্রপত্র তুলছেন। এদিকে ঠাকুর তার জন্য বিচলিত হয়ে খোঁজ করছেন—কোথায়

যেন নিজানন্দ সাধু? গাছের উপর তাঁকে দেখে গাছ থেকে নামতে আদেশ করলেন। ঠাকুর অমঙ্গল আশঙ্কা করছিলেন। গাছ থেকে নেমে আসতে আদেশ করে সবেমাত্র আসনে উপবেশন করেছেন সেই মুহূর্তে সাধু গাছ থেকে পড়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র ঠাকুর ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন। শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করলেন। শিব-ধামের প্রাঙ্গণেই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ শিষ্যের স্মৃতি রক্ষার্থে, শিবের অর্থব্যয়ে তাঁর স্মৃতিমঠ নির্মিত হলো। কথা প্রসঙ্গে একদিন ঠাকুর নিজানন্দ সাধুর বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে ঠাকুর একটি ঘটনা ব্যক্ত করেন। একদিন তিনি নিজানন্দ সাধু প্রমুখ ভক্ত-শিষ্যের কাছে সম্ভাব্য স্বীয় মহাপ্রয়াণের পর কোথায় কিভাবে শ্রীদেহ রক্ষা করতে হবে। সেই বিষয়ে বিশদ উপদেশ প্রদান করলেন। অতঃপর নিজানন্দ সাধু কাতর কণ্ঠে নিবেদন করলেন—বাবা আপনি তো আপনার নিজের দেহরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। আমার কি ব্যবস্থা হবে জানতে বাসনা হয় দয়াময়। মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার সম্ভাব্যতা স্মরণ করে শোক-বিহ্বল চিত্তে তার পূর্বেই স্বীয় দেহ রক্ষার প্রার্থনা চরণে নিবেদন করেছিলেন। কৃপাপরবশ হয়ে ঠাকুর তাঁর আকুল প্রার্থনা সার্থক করলেন। ঠাকুর তাঁর প্রসংশায় পঞ্চমুখ। বলাবাহুল্য তিনি ছিলেন একজন আদর্শ একনিষ্ঠ গুরুসেবী। গুর সেবাই ছিল তাঁর জীবন বেদ। বাবা বলেন—শিবধাম একেবারে অন্ধকার করে গেল।

২২২। গুরু-পাটে ত্রিরাত্র বাস শাস্ত্রে বিধান।

২২৩। নিরাকার থেকে সাকার মূর্তি ধারণ করেছি। বাক্য দিলাম—বাঁচালাম। তার রোগ আমি গ্রহণ করলাম। ভক্ত বলে—ও কথা বলবো না। আমি বলি—মুখে এসে পরেছে—আমি কি করবো? আমার ভক্তের মধ্যে কোটিপতি আছে—কারবার করে কোটিপতি হয়েছে। ভক্ত বলে—তোমার দয়ায় হয়েছে—তোমার দয়ার নেই বিরাম—ঝরে অবিরাম।

২২৪। হরে ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌরহরি বাসুদেব,
রাম নারায়ণ হরে॥

এই পুণ্যনাম যে নিষ্ঠা ভক্তি সহকারে সকাল সন্ধ্যায় জপ করবে সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হবে।

২২৫। আমি অব্যক্ত, নিরাকার নির্বিকল্প হয়েও জীবের দুঃখে কাতর হয়ে আজ আমি সাকারে মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি চেন আমাকে, তোমার ইহ-পরকাল ভালো হয়ে যাবে।

২২৬। আমি যোগমায়াকে বলেছিলাম, আমি যখন আবির্ভূত হবো, তুমি আমাকে ঢেকে রাখবে। যাতে কেউ চিনতে না পারে। আমি সকলের মধ্যে দিয়ে যাবো। কেউ চিনতে পারবে না আমাকে।

২২৭। সচরাচর লোকচক্ষুর গোচর হই না। কোন কোন ভাগ্যবান আমার দর্শন পায়।

২২৮। ব্রজানন্দ কে? নারায়ণ। নারায়ণ কে? শিব। কোন ভেদ নেই। ব্রজানন্দ কৃষ্ণ। তাজা গোবিন্দ। আমি তারকনাথ। ব্রজানন্দ পরমেশ্বর।

২২৯। ব্রজানন্দ কি এক পোয়া বস্তু? ব্রজানন্দ আকাশ। ব্রজানন্দ বায়ু। ব্রজানন্দ বিরাট। ব্রজানন্দ অসীম।

২৩০। তেত্রিশ কোটি দেবতা আসে আমার সন্ধ্যারতি দর্শনে। করজোরে দর্শন করে। ওদের দৃষ্টিতে তোমাদের কর্মক্ষয় হয়। পুনঃ পুনঃ দর্শন না পাইলে এ দুর্জয় কর্মভোগ কাটবে কী করে? না কাটিলে কর্মপাশ সকলি যে আনিব।

২৩১। পাওয়ার মতো পেতে হলে দেওয়ার মতো দিতে হয়। তবে তো আমার কৃপালাভে ধন্য হবে।

২৩২। তোমরা নির্ভয়ে থাক; ব্রজানন্দের শিষ্যেরা মহাভাগ্যবান। জল তাকে ক্লিষ্ট করতে পারবে না, বায়ু তাদের শোষণ করতে পারবে না এবং অগ্নি তাদের দগ্ধ করতে পারবে না। আমার ভক্তের বিনাশ নেই।

২৩৩। বাৎসল্য ভাব নিয়ে যে আমাকে লালন পালন করে কৃপাপরবশ হয়ে আমি তাকে ধরা দিই। যে যেভাবে আমায় ভজনা করে আমি সেভাবেই তার সাথে একাত্ম হয়ে যাই। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

২৩৪। বুড়াশিবের শিবরাত্রিতে সব লোক থেকে দেবতারা আগমন করে থাকেন। তাদের চক্ষু গোচর হলে দেহের সব রকম পাপের শান্তি হয়। বুড়াশিবের শিবরাত্রি দর্শন করো। বুড়াশিবের শিবরাত্রি দর্শন খুবই ফলপ্রদ যদিও তুমি বর্তমানে কিছুই দেখতে পাও না কিন্তু পুণ্য সঞ্চয় হলে একসময় দৃষ্টিগোচর হবে।

২৩৫। যেখানে ব্রজানন্দ মহিমাকথা বলবে, সেখানে তার ও তোমার মাঝে আমি হাজির থাকবো।

২৩৬। এই বৃক্ষ আদি জীবকুল যা দেখছো সব আমারই সৃষ্টি। আবার সব আমাতেই লয় হবে। তাই আমার আর এক নাম বিশ্বনাথ।

২৩৭। বাবা যত যাবে সব ফাঁকা। সব ফাঁকা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও আমার আরাধনা করতে হয়েছে।

২৩৮। যে চরণ পাওয়ার আশায় যোগী ঋষিরা ধ্যানে নিরবধি, সেই চরণ পেয়েও তোরা অবহেলা করিস।

২৩৯। আক্কেল কো দখল নেহী, তোমার বুদ্ধি বিচার দিয়ে ব্রজানন্দকে কিছুতেই বুঝতে পারবে না। কিছুতেই বুঝতে পারবে না।

২৪০। হ্যাঁ বাবা, স্বয়ং ব্রহ্ম তোমার সামনে। কোন সময় ভুলো না আমি কে।

২৪১। ভক্তিতেই মুক্তি। এ চরণ শিবের চরণ। এ চরণ ভজে কেউ বিমুখ হয়নি।

২৪২। বিধাতার কলম একমাত্র গুরুই রদ করতে পারে।

২৪৩। সংসারী লোক তো মরতে এসেছে। আর আমরা মৃত্যুকে জয় করতে এসেছি।

২৪৪। তোমাদের মরণ বাঁচন সব আমার হাতে। তোমরা মুক্ত পুরুষ, আমার লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ করে এসেছ। আমি

যখন এসেছি, তোমরাও আমার সাথে আমার পারিষদরূপে এসেছ। তোমরা নির্ভয়ে থাক। তোমাদের উপর অন্যের কোন অধিকার নেই।

২৪৫। সদ্য ফলের বৈদ্য ব্রজানন্দ হাতে হাতে ফল দেয় বাবা, মন খুলে একটু বিশ্বাস ভক্তি ফেল।

২৪৬। বিশ্বাসে সব হয়। আমি তুলসী চন্দন শালগ্রাম শীলা চরণে নিই—আমার পুরোপুরি বিশ্বাস—আমিই সেই। যার এই বিশ্বাস নেই সে ভস্ম হয়ে যাবে। নজরের ভয়ে সবাই নিভৃতে সেবা গ্রহণ করে। আমি হাজার হাজার চোখের সামনে বসে সেবা নিই। আমার একটুও নজরের ভয় নেই। আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আমিই সেই।

২৪৭। শান্তির সমুদ্রে ঝাঁপ দাও—শান্তির সমুদ্রে—ভক্তির সমুদ্রে মিশে যাও, একাকার হয়ে যাও। শান্তির জাহাজে জালিবোট বেঁধে নেব আমি। আমি আমার করে নেব, তুমি মনে প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়।

২৪৮। মানব অন্তর সদ্‌বুদ্ধি ও কুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। সদ্‌বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া খুবই কষ্টকর। কুবুদ্ধি দ্বারা আমরা সবসময়ই পরিচালিত হচ্ছি। তার ফলে মানবসমাজে অধর্মের প্রতিফলন সবচাইতে বেশী। সমাজে অধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ ক্লেদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ধ্বংসোন্মুখ হয়। ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করতে ভগবান বার বার মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবান ব্রজানন্দ তাই পাপ পঙ্কিল সমাজকে উদ্ধার ও মুক্ত করবার জন্য মর্ত্যভূমিতে এসেছেন।

২৪৯। যতক্ষণ বলতে পার–ততক্ষণ লাভ। কতকাল সংসার করছো? এর কি শেষ নেই? যার শেষ নেই—তার পাছে ছুটে লাভ কি?

২৫০। পাপ নিঃশেষ করে যাও। সুখ-শান্তিতে সংসার ভরপুর হবে।

২৫১। ঠেকা-ঠেকি পরলেই আসবে। জীব-কল্যাণের জন্য গোলকধাম প্রতিষ্ঠা হল। ঠেকা-ঠেকি উদ্ধার হবে।

২৫২। চরণে শরণ নাও দিনান্তে একবার। স্মরণ করো—যমে ছোঁবে না। জগৎ-উদ্ধারণ নাম—ব্রজানন্দ।

২৫৩। মুক্তিদাতা গুরু। মোক্ষপদ পাওয়াতে পারে একমাত্র গুরু। গুরু সবচেয়ে আপন। তাঁর চেয়ে আপন আর কেউ নেই। পিতামাতা পালনীয়-পোষ্যবর্গ, পালন করতে হয়। গুরুও পোষ্যবর্গ পালন করতে হয়। যেমন পিতামাতাকে পালন করতে হয়। গুরুণোধিকম্। গুরু অধিক আর কেউ নেই।

২৫৪। বিদ্যা, ধন যদি সৎপাত্রে পড়ে তবে অভিমান হয় না। বিদ্যার অভিমান, ধনের অভিমান—এই বিদ্যার, ধনের দোষ। ধর্ম ভিন্ন ধন ও বিদ্যা দুইই অকর্মণ্য।

২৫৫। ঠাকুর দিলেন প্রসাদ—সন্দেশ। ভক্ত নিয়ে গেল ঘরে। দেখে সন্দেশ-হরি। প্রসাদস্তু ভগবান স্বয়ং। ও-কি-দুই।

২৫৬। বাল্মিকী মহা পাতকী—যার মুখে রামনাম উচ্চারণ হয় না। তার সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে গেল। কবে যে লীলা করে গেছে—আজ হিন্দুর ঘরে ঘরে তাঁর গুণগান। আজ বাল্মিকী-মুনি।

২৫৭। তোমার শুদ্ধ দেহ—নির্মল দেহ—পবিত্র দেহ। তোমার কোন পাপ নেই। সব পাপ যায় নামে। তোমার কোন পাপ নেই।

২৫৮। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না—সে অন্ধকার দূর করতে পারে না। বিবাহের পূর্বে দীক্ষিত পাত্র-পাত্রী—ভিন্ন গুরু। বিবাহের পরে স্ত্রী স্বামীর গুরুর কাছে দীক্ষিতা হবে। স্বামীর গুরুই স্ত্রীর গুরু হবেন। উভয়ের নাম শুনেই অনুরাগ। উর্বর ভূমি। কারও দেখেও অনুরাগ হয় না—কারও নাম শুনেই অনুরাগ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে মন যথা গিয়ে রয়,
সে যে পরম গুরু জানিবে নিশ্চয়।

নাম গুরুরই আর এক রূপ।

২৫৯। স্বামী মহাজন। মহাজন যেন গত স পন্থা। স্বামীর পথই তো অনুসরণ করতে হবে। স্বামীর গুরুই তো স্ত্রীর গুরু হবেন।

২৬০। পুনরপি জন্মম পুনরপি মরণম্,
পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।

সারাদিন ভাবনা-চিন্তা কি খাব? কি খাব? মানুষ তো মুক্তি চায় না।

২৬১। নাম মুক্তিফৌজ। কানা পোলার নাম—পদ্মলোচন।

২৬২। কবীর উপাখ্যান। কবীর ছিল মুসলমান জোলা—কাপড় বুনত। রোজ এক জোড়া বিক্রয় করে সংসার চালাত। একদিন বাজারে এক জোড়া কাপড় নিয়ে গেছে বিক্রয় করতে। এক বৈষ্ণব বলে 'আমার দরকার'। কবীর বৈষ্ণবকে দিল একখান এই মনে করে—মহাভাগ্য। একখান বস্ত্র দান করে বৈষ্ণবকে। বৈষ্ণব বলে—দুইখানাই দাও। একখানা পড়ব, আর একখানা ভিজাবো। কবীর দুইখানা কাপড় দিল। এখন খালিহাতে ভয়ে আর বাড়ি যেতে পারে না। সন্ধ্যায় জঙ্গলে এক মন্দিরে শয়ন দেয়। বাড়ি গেল না। এদিকে ভক্ত অভুক্ত, কোথায় না খেয়ে শুয়ে থাকবে—হরি নিজে ব্রাহ্মণের বেশে গাধার পিঠে বাজার বয়ে চাল ডাল নিয়ে গেল ভক্তের বাড়ি। এই দেখে কবীরের বাবা মনে করে এত চাল ডাল ছেলে কোথা পেল? লোক পাঠিয়ে ছেলেকে খুঁজে আনা হলো। কবীর মনে করে—হরি ভক্তের কষ্ট সইতে না পেরে, ভক্তের সব অভাব পূরণ করতে দয়াময় নিজে এসেছেন। ভক্তের ভগবান হরি ভক্তের দুঃখ সইতে পারে না। কবীর হরিভক্ত মুসলমান।

২৬৩। ধর্ম ছেড়ে দিলে দুঃখ তো সবই। অধর্ম ছেড়ে দাও—দুঃখ দূর হবে, অবশ্য দূর হবেই। চোখে আঙুল দিয়ে না বোঝালে বোঝ না। আমাকে দেখে বুঝে নাও। আমাকে দেখে বুঝে নাও।

২৬৪। দুই রাজা—সোনার পুরী ছারখার করে দিল। ধর্মবল না থাকলে সব মিথ্যা। সাবধান খবরদার। এই দেখ আমার আর এক রাজ্য। রাজা ধর্মবলে বলীয়ান। আমার ধর্মের জোর জোয়ার হচ্ছে ওর মনের উপর। এই জায়গাই জায়গা। এই ছাড়া জায়গা নেই। রাজা ধর্মবলে বলীয়ান।

২৬৫। আমি তোমাদের জন্যই আছি নরদেহে। নিজের কোন প্রয়োজন নেই—তোমাদের জন্যই এসেছি। প্রার্থনা দিয়েছ ঠিক জায়গায়। দরশন রাখ মনে, সবকিছু হবে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুবর্গ ফললাভ হবে। ছোঁয়া মাত্র হয়ে গেছে। সাধু স্পর্শমণি। ছোঁয়ালেই সোনা।

২৬৬। শুকদেব যেই মাটিতে পড়লো—ওমনি দৌড়। বাবা বলেন—আয় আয়—কোথা যাচ্ছিস? শুকদেব বলে, না বাবা—আমার হয়ে গেছে। বনমুখী চলল। সেই রকম কোথায়?

২৬৭। ভজ ভজ ভজ ভাই শ্রীগুরুর চরণ—
মদ মোহ ছাড়ি লও শ্রীগুরুর স্মরণ।

গুরু চরণ সংসারের মুখরূপী। খোলা সংসার গলার ফাঁসি। সংসার রূপ গলার ফাঁসি খোলা যায় না। শ্রীগুরুর চরণ স্মরণ নাও।

২৬৮। সংসারের বাঘ-ভালুকের চেয়ে বনের বাঘ-ভালুক ভালো। বি.এ., এম. এ. পাশ। গলা কাটে। এই বাঘের চেয়ে বনের বাঘ-ভালুক ভালো। কান কাটে–নাক কাটে–চোখ উপড়ে ফেলে। সব শিক্ষিত লোকের এই কার্য্য। বনের বাঘ-ভালুক আর কি!

২৬৯। সন্দেশ-প্রসাদের সঙ্গে প্রসাদী ফুল। ফুলের মধ্যে পাওয়া গেল হরিতকি একটি।

২৭০। এক ব্রাহ্মণ কন্যা-দায়ে একেবারে পাগলপারা। দুই মেয়ে—গৃহ অর্থশূন্য—কি করে? বিশ্বনাথের মন্দিরে হত্যা দেয়। অর্থশূন্য গৃহ—তুমি ছাড়া এই দুঃখ মোচন করবে কে? বিশ্বনাথ আদেশ করলেন। যাও বৃন্দাবনের সনাতন ঠাকুরের কাছে। গেল কাশী থেকে বৃন্দাবন। টাকা দাও—কন্যাদায় মুক্ত হই। সনাতন ঠাকুর বলেন—আমি সব টাকা ছেড়ে ফকির হয়েছি। আমার কাছে টাকা নেই। ব্রাহ্মণ বলেন—তবে বিশ্বনাথের আদেশ মিথ্যা হবে? এই কথা শুনে সনাতন ঠাকুরের মনে হল পরশ সাহেবের কথা। এনে দিল স্পর্শমণি। মাথা ছোঁয়ালে লোহা সোনা হয়। একমন লোহা ছোঁয়ালে এক মন সোনা হয়। তখন ব্রাহ্মণ ভাবে হায়! হায়! এর চেয়ে আরও বড় জিনিস আছে, যা চাইতে হয়। তখন ব্রাহ্মণ বলে

সনাতনকে—যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মানো না মণি—আমি চাই তার এক কণা। এই বলে স্পর্শমণি ফেরত দিল সনাতন ঠাকুরকে। স্পর্শমণি ফেরত নাও। তুমি যে ধনে ধনী তার এক কণা আমাকে দাও। আমার কাছেও এই রকম পাঁচ-সাতটি সাধু ছিল।

২৭১। যে যার গুণ জানে না—সে তা তুচ্ছ মনে করে। যেমন গজমুক্তা তুচ্ছ করে—গুঞ্জনফল পরিত্যাগ করে। গজমুক্তা কি চিনবে—ইচ্ছা করে ফেলে দেয়—পরিধান করে না। গুঞ্জনফল গলায় ধারণ করে—হাতে ধারণ করে! মুক্তা পরিত্যাজ্য—গুঞ্জনফল মহা মূল্যবান। হাতি মরে থাকে—চিনে না গজমুক্তা—গজমুক্তা ফেলে দেয়। পরিধান করে না।

২৭২। ভক্তের কষ্টোপার্জিত পয়সা—যা ভক্তরা দেয়, যথোচিত ব্যবহার করতে হয়।

২৭৩। এক হাজার অমৃতের তুল্য—স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে—এক হাজার অমৃতের তুল্য। হাজার নিয়ামত। স্বাস্থ্য সুখের নিধান। এক তুলসী হাজার নিয়ামত।

২৭৪। আমি কভু আমার না। করি এক, হয় আর। মানুষের সর্ব ধূলিসাৎ।

২৭৫। এতদিনের বুড়াশিব লোকালয়ে ছিল। লোকালয় গিয়ে জঙ্গলে পরিণত হল। আমরা এসে আসন পেতে জাগাতে লাগলাম। হাজার হাজার যাত্রী ভিড়। চিরকালের বুড়াশিব চিরকাল থাকবে। দেখ কি কাণ্ড হয়ে গেল? এই যে আমার বাক্য—আমি কভু আমার না। করি এক, হয় আর।

২৭৬। এমন একটা অমানুষিক অবিচার হয়ে গেল—আশ্চর্য, অভূতপূর্ব। সমানে গুলি। বাছাবাছি নেই। একধার দিয়ে অত্যাচার। কিন্তু জান্ গিয়া। ফুল-চন্দন ছিটকে মোর ঘুরা দে।

২৭৭। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন, সুখেষু অনাসক্ত ত এব ধীরা। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন সুখে অনাসক্ত তাঁরাই ধীরপদবাচ্য।

২৭৮। তৎবিদ্ধি প্রণিপাতেন—পরিশ্রমেন—সেবয়া। তাঁকে জানতে হলে প্রণিপাত—পরিশ্রম—সেবা দ্বারাই সম্ভব।

২৭৯। আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা। আপ্ বুরা তো জগৎ বুরা।

২৮০। পুত্র-কন্যার সেবা-যত্ন পাওয়া ভাগ্যের কথা।

২৮১। আমি জীব-কল্যাণের জন্য দেহ ধারণ করেছি। দেহের যা ভোগ—তা ভুগতেই হবে।

২৮২। কামনাই জন্মের কারণ। কামনা নিয়ে সংসার কর। তাই পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। কামনা রহিত হলে, পুনর্জন্ম হবে না। আমার আচরণ দেখ—বাইরে বিষয়ী—মনে কিছু নাই—পরিষ্কার।

২৮৩। প্রারম্ভ কর্ম-ক্ষণ আংশিক খণ্ডন হয়—ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেলে। যেমন রাজা জন্মেজয়। মহাভারতে আছে—শাপগ্রস্ত জন্মেজয়—বিংশতি প্রকার কুষ্ঠ হবে তাঁর। কিন্তু এই এই কার্য করলে রক্ষা পাবে। অনেক দান পুণ্য, যাগযজ্ঞ করে গুরু-সেবা, সাধু-সেবা করে—বিংশতি প্রকার কুষ্ঠের জায়গায় ১৮ প্রকার কুষ্ঠ হয়েছিল। তার মধ্যে এক প্রকার কুষ্ঠ রয়ে গেল।

২৮৪। বিষয় বন্ধনের কারণ নয়। আসক্তি বন্ধনের কারণ। বিষয় আসক্তিই বন্ধনের কারণ।

২৮৫। আমি মুক্ত পুরুষ—আমি আপন মনে ঘুরে বেড়াই। আমাকে ভক্তালয়ে আবদ্ধ করে রাখা সমীচীন না। আমি মুক্ত পুরুষ—আপন ইচ্ছায় চলি ফিরি। কোন নিয়মের অধীন না।

২৮৬। করি করি করে—রজগুণের আশ্রয়। সত্য-গুণের যারা আশ্রয় লয়—পয়সা হয় না। ছলনা-কপটতা-মিথ্যা নাই—পয়সাও হয় না। এক টাকার জমি—একশত টাকা লাভে বিক্রি। এত টাকা লাভেরও একটা ধর্মাধর্ম আছে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে—টাকা হবে না কেন? এক টাকায় একশত টাকা লাভ। এত লাভ ধর্মের বিধি-বর্হিভূত। সত্যের আশ্রয় নিলে—এত অর্থ হয় না। অধর্মের পথে বেশি টাকা হয়।

২৮৭। আপদে বিপদে যদি মজে রামপদে, সম্পদে বিপদে পদে পদে সকলই তাহার।

২৮৮। কৃষ্ণ-সুখে সুখী—ব্রজ-গুপীর ভাব। শতেক কৃষ্ণ ঘরে থাক—দুঃখ নাই। কৃষ্ণ সুখে সুখী মোরা—ব্রজগুপীর ভাব।

২৮৯। এই জগৎ ভগবানের অধীন। তিনিই তো জগৎ চালাচ্ছেন। ভগবৎ কৃপা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না।

২৯০। যিনি রোগ দিয়েছেন—তিনিই রোগ নিতে পারেন। যে রোগ দেয় নাই সে রোগ নেয় কি করে?

২৯১। আত্ম–সুখ-দুঃখ গোপী না করে বিচার। কি নির্মল—উদার। কৃষ্ণ-সুখ তরে। জগৎ ছাড়া ভাব—জগতে নাই। কৃষ্ণ-সুখ তরে করে সব ব্যবহার। আত্মসুখ তরে না করে বিচার। কৃষ্ণ সুখে সুখী।

২৯২। আনন্দে সংসার করবে—নইলে সংসার বন্ধনের কারণ হবে। সংসার যেন বন্ধনের কারণ না হয়। বিদ্যার সংসার কর। অবিদ্যার সংসার বন্ধনের কারণ। অবিদ্যার সংসার করো না। আমরা সংসারে মুক্ত হবার জন্য এসেছি। মালা-চন্দন পড়তে আসিনি। বিদ্যার সংসার করো—বন্ধনের কারণ হবে না।

২৯৩। তুমি সুখময়—তুমি সুখে থাক। আমি ভষ্ম হয়ে যাই—তাতে ক্ষতি নেই। তুমি সুখে থাক। হিংসা করতে নেই।

২৯৪। মায়া রাক্ষসী—মায়ার হাত থেকে কি এড়ানো সহজ। মায়া রাক্ষসী। মায়া রাক্ষসী এড়াতে না পারলে মরণ।

২৯৫। আনন্দের সংসার করবে—লাভের দিকে চাইবে না। গুরুর সংসার—সব সময়ই আনন্দে থাকবে। দেওয়া তাঁর নেওয়াও তাঁরই। লাভ-লোকসান গুরুর। লাভ-লোকসান আমার না। এ সংসার আমার না। আমার আঙিনার ধূলিকণাও আমার না। লাভ-লোকসান গুরুর। বাধা না পড়ো—সে দিকে লক্ষ্য রেখে সংসার করো। অবিদ্যার সংসার করো না। লাভালাভ গুরুর। আমার দুঃখ করার কিছু নেই। বিপদে অধীর হতে নেই। আমার কি বিপদ। আমার বিপদ নেই। লাভ-লোকসান আমার না। আমার বিপদ হবে কি করে গুরুর সংসার—লাভ-লোকসান গুরুর। আমার বিপদ নেই। সুখের স্পৃহা রাখবে না—বিপদেও উদ্বিগ্ন

হবে না। এইভাবে সংসার করবে। যেখানে আমি নেই— সেখানে তুমি আছ। যেখানে তুমি—সেখানে আমি নেই। নির্লিপ্ত সংসারী হও। নির্লিপ্তভাবে সংসার করো। এমন অনাসক্ত হয়ে সংসার করবে—লোকে বলবে—কি ঘোর সংসারীরে! বুকে লাগবে না। বাইরে আসক্তি—মনে কোন কিছুতে মোহ নেই। এইভাবে সংসার করতে হবে। বাইরে দেখতে যেন খুব কর্মী। কিন্তু মনে পরিষ্কার—কোন কিছুতে লিপ্ত নয়। এই ভাব নিয়ে সংসার করতে পারলে—জন্ম-মৃত্যুরহিত হবে। বর্হিদৃষ্টিতে ঘোর সংসারী—মন নির্লিপ্ত—মোহশূন্য।

২৯৬। দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গম্—দানেন প্রাপ্যতে শ্রীম্। স্বর্গলাভ করতে ইচ্ছা থাকে—দান কর। দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গম্।

২৯৭। গুরুতে আত্ম সমর্পণ করার আগেই বিচার—পরে আর বিচার করা চলে না। একবার গুরুতে আত্মসমর্পণ হলে—আর তার বিচার চলে না।

২৯৮। সন্দেহের তুল্য পাপ নেই—সন্দেহ করতেই নেই।

২৯৯। ভাগ্যকে এড়াতে পারবে না। তোমার ভাগ্যে যা আছে—তা পাবেই। যা ভাগ্যে নেই—তা কিছুতেই পাবে না। নিজের ভাগ্যের দিকে চেয়ে থাকো।

৩০০। দোনো নাহি মিলে—রবি রজনী এক ঠাই। যাহা রাম—তাহা কাম নাহি মিলে। যাহা কাম—তাহা রাম নাহি মিলে।

৩০১। মোর বিষয়ী। গুরুগত প্রাণ—গুরুতে আত্মসমর্পণ—গুরুতে স্নেহ মমতা। ফুলই ছিটাইল—প্রসাদই খাইল—ঘণ্টিই নাড়ল বিশ বৎসর। বড়ই দুঃখের বিষয়ী—মোর বিষয়ী।

৩০২। তা মা ধা তিনটা বস্তুই দিতে হবে গুরুর চরণে। মন দেওয়া কঠিন। গুরু তখনই পাকাপাকি—যেদিন শিষ্য গুরুর চরণে তন মন ধন সমর্পণ করবে। রসগোল্লা খাও—খেলে শিষ্যের শান্তিলাভ হয়—কৈলাসবাসী হতে পারে। রসগোল্লা খাইয়ে স্বর্গলাভ হতে পারে। নির্বাণলাভ হয় না। আসা যাওয়া থাকবেই। আসা যাওয়া। এক রাজা রাজত্ব গুরু চরণে সমর্পণ করে দিল। গুরু বলে—বাবা!

এই হাঙ্গামা আমি করতে পারবো না। রাজ্য আমার মনে করে তুমি রাজত্ব চালাও। আমাকে অনেকে বাক্স খুলে দেয়—বলে বাবা—যা খুশি নেন। আমি কি সব নেই? আমি কি মুঠে মুঠে নেই? বলি—যা নিয়ে যা। আমি যা নেবার নিলাম।

৩০৩। কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে কবে? 'আমি' যাবে যবে!

৩০৪। সর্বতোভাবে দুঃখ নাশ করতে হলে—ভক্তি মহারানী চাই। 'আমি' থাকতে 'তুমি' নেই। 'তুমি' থাকতে 'আমি' নেই। জোড়াতালি দিয়ে হয় না। হিসাব কিতাব করে করতে হবে। 'আমি' নিয়ে 'আমি'। 'আমি' দিন দিন বড় হয়ে যায়। আমি ব্রজানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছি। ঘুরে ঘুরে কালো বাদরের মুখই দর্শন হয়। তীর্থ করি—ব্রত করি—ভোগ ভাণ্ডারা লাগাই—ঘুরে ঘুরে কালো মুখই দর্শন। দীক্ষা শিক্ষা সবই হয়—কালো বাদরের মুখই মনে পড়ে। একি জ্বালা—কালো মুখ—বাদরের মুখই চোখে পরে। চরণ ধূলি মাখি—চরণামৃত খাই প্রসাদ খাই— ঘুরে ঘুরে কালো বাদরের মুখই। ঘর ছাড়লাম—বাড়ি ছাড়লাম—দেশত্যাগী হলাম। সন্ন্যাসী হলাম—এক ঘর ছাইরা অন্য ঘরে আইলাম। আগে ছিলাম পাড়াগাঁয়—তা ছাইরা আইলাম মঠ-মন্দিরে—আগে সাদা ধুতি চাদর এখন গেরুয়া— এখন মঠ-মন্দিরে থাকি—ঘর ছাড়লাম কই? ঘুরে ঘুরে ঐ কালো বাদরের মুখ। আগে ছিল সতীশচন্দ্র—এখন ব্রজানন্দ। 'আমি' ছাড়লাম কই? ছাড়লাম কি? কিছুই ছাড়ি নাই। ঘুরে ঘুরে কালো বাদরের মুখ মনে পরে। তখন সাদা ধুতি—এখন গেরুয়া—ছাড়লাম? ব্রজলাল শুক্ল—এখন স্বামী ব্রজানন্দ। কি ছাড়লাম? আগেও আমি—পরেও আমি। হবে না?

৩০৫। ধর্ম করলে—ধন আপনিই হয়।

৩০৬। গুরুতে মানুষ জ্ঞান যেই জন করে সে জন নারকী—মনে দুঃখের সাগর।

৩০৭। ভক্ত আমার আপন জন। ভক্তের হৃদয় আমার বালাখানা ভক্তের হৃদয়—আমার আসন পাতি।

৩০৮। ব্রজানন্দের সংকল্প সত্য। ব্রজানন্দ যা সংকল্প করে—তা সত্যে পরিণত হয়। ব্রজানন্দের সংকল্প মিথ্যা হয় না। ব্রজানন্দের বেদধ্বনি।

৩০৯। যার কেউ নেই—তার আমি আছি। পতিত পাবন।

৩১০। গুরুর সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়—যেমন ছেলে মায়ের সাথে। গুরুর প্রতি সেই রকম টান হওয়া চাই। গুরুর খোঁজ খবর করতে হয়।

৩১১। সুখে অহংকারে স্ফীত হবে না। সুখে দুঃখে সমান থাকবে। সুখে দুঃখে সমান।

৩১২। নিস্বার্থভাবে কর্ম করবে। ফলের আশা করবে না। ফলের আশা না করে কর্ম করে যাবে।

৩১৩। ছয়টা সম্পত্তি আমাদের—টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি ইত্যাদি। সম্পত্তি হলো মনকে জয় করা—বাহ্য ইন্দ্রিয়কে দমন করা—সহ্য করা—সহিষ্ণুতা—সহনশীলতা—তিতিক্ষা—বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস—গুরুবাক্যে বিশ্বাস ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩১৪। মানুষ দোষ-গুণযুক্ত। দোষও আছে গুণও আছে। দোষ দেখে কাউকেও উপেক্ষা করতে নেই। স্বামী দেবতা। দোষ করে এলেও পূজ্য। ধান দুর্বা দিয়ে বইরা নিবে—এই স্ত্রীর ধর্ম। দোষ দেখে অবহেলা করবে না।

৩১৫। কামনা বাসনা জন্মের কারণ। কামনা বাসনা নিয়ে সংসার করি—তাই পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। কামনা রহিত হলে পুনর্জন্ম হবে না। আমার আচরণ দেখ—বাইরে ঘোর বিষয়ী—মনে কিছু নেই। পরিষ্কার।

৩১৬। ভাব আসা কি সহজ? শিশুর মতো সরল না হলে ভাব হয় না। মন শুদ্ধ না হলে ভাব হয় না—অভীষ্ট পূর্ণ হয় না।

৩১৭। যজ্ঞাবশিষ্টের অধিকারী যজমান—সর্বপ্রথম প্রসাদ পায়।

৩১৮। বৈষ্ণবের চোখে থাকা—ভাগ্যের কাম। বৈষ্ণবের চোখে পড়লে কামাইও মন্দ হয় না।

৩১৯। বৈষ্ণব মেয়ে দিয়ে খোঁজ নেয় না। শাশুড়ি বলে—বিয়া দিয়া গেল—খবর নেয় না। মেয়ে পুনঃ পুনঃ পত্র লেখে বাপেরে। বাপে হরিনাম করতে করতে এলো। বিয়াইন মূর্তি দেইখা আশ্চর্য—দেইখাই অগ্নি অবতার। রাত্রে একটা ভাঙা ঘরে দিছে শয়ন করতে। তারপর বউকে জিজ্ঞাসা করে—বাবা কি নিয়ে এলেন? বউ উত্তর করে না, কাঁদে। পিতার কাছে গিয়ে বলে—কেন তুমি এলে আমাকে কাঁদাতে? পিতার দুঃখ হইল শুনে। শ্রীহরি লক্ষ্মীকে বলেন—এর বাড়ি ভরে ভোগের জিনিসপত্র এনে দাও। লক্ষ্মী বৈষ্ণবের বাড়ি ভোগের মাল-পত্র এনে দিলেন বৈষ্ণব সেবার জন্য যত প্রয়োজন। বউয়ের পিতা বৈবাহিকাকে বলেন—আপনার আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নিমন্ত্রণ করুন আপনার যত আত্মীয়-স্বজন আছেন। এত দ্রব্য-সামগ্রী বৈষ্ণব গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। গ্রামের সকলেই সেবা করে ধন্য ধন্য—মহা কাণ্ডকারখানা। বৈবাহিকা আর লজ্জায় ঘর থেকে বার হলো না। বৈবাহিককে আর মুখ দেখান না লজ্জায়।

৩২০। ভগবানের নামে যা অর্পণ করা যায়—তা অমৃত হয়ে যায়।

৩২১। গোবিন্দের ভোগ—সব এক বারেই দিতে হয়। নিবেদন না করে গ্রহণ করি না। গোবিন্দের ভোগ—একবারেই দিতে হয় সব। তা না হলে সব মিথ্যা। খাওয়া না ভোগ। গোবিন্দের ভোগ জানবে—খাওয়া মনে কর না—গৃহস্থের ভাব। আর দুটো অন্ন দিই—আর এক হাতা ডাল দিই—গৃহস্থের ভাব। গোবিন্দের ভোগ এক বারেই সব নিবেদন করতে হয়।

৩২২। ছয় মাস যাবৎ মৃত্যু যোগ। যম আশেপাশে ঘুরছে ছয় মাস যাবৎ। মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুযোগ। পাকিস্তানি সৈন্যের দুইবার বন্দুক উঠানো মৃত্যুযোগ। ছয় ছয়টি শিষ্যের একযোগে পাকিস্তানি সৈন্যের গুলিতে মৃত্যুবরণ—যেমন তেমন ব্যাপার না। ঐ ছয় জনের কল্যাণের জন্য মনে হল—একটা শুদ্ধ অনুষ্ঠান—খাদ্যাদি প্রদান করতে হয়। উজানচর যখন ছিলাম ভারত প্রত্যাবর্তন পথে—এই শুভ বাসনা মনে উদয় হয়েছিল।

মনে পীড়া দিতে লাগল। পথে আঘাত পাইলাম। বিষয়টি চাপা পরল। এই এক মাস প্রেতাত্মা আমার পাছে আসা যাওয়া করে। একদিন দেখছি কোন প্রার্থনা নাই—একজন গোলাপ ফুল নিয়া আসল। সে ফুল নিয়া আসল, মূলত তারে দেখলাম। মুকুন্দকে দেখলাম কাঁদছে। কি করবো—এই দুজনাই দেখলাম।

৩২৩। একমাত্র ব্রজানন্দই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। এই জগতে যা কিছু সবই ব্রজানন্দ। গুরুময় ভূমণ্ডল তো শুনে থাকবে। কাজেই দেখ তোমাতে ও গুরুতে কোনও পার্থক্য নাই। তুমিও যা, গুরুও তা। এক ভিন্ন দুই নাই। তবে যে দুই দেখাচ্ছে মায়াতে। যেই আমি, সেই তুমি। তুমি আমিতে কোন ভেদ নাই। মন্ত্রে তুমি দীক্ষিত, তোমার স্বরূপ ও শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ এক ভেবে ধারণা করে তবে জপ করবে। শেষে দেখতে পাবে গুরু শিষ্য একই বস্তু। মায়াতে দুই দেখায়। সেই মায়া অপসারিত হয় জপ করতে করতে। তাকেই বলে আমি-তুমির মিলনভূমি। তখনই আমি তুমির মিলন ভূমিতে দাঁড়াবে। একত্বজ্ঞান লাভ হবে। তখন আমিও নেই। তুমিও নেই। কে কার খোঁজ নেবে। একেই বলে নির্বিকল্প সমাধি। গুরুও নেই—শিষ্যও নেই। মহাজন বাক্যেও তাই আছে। সে বড় কঠিন ঠাঁই। গুরু-শিষ্য দেখা নেই। তখন যা থাকে, মুখে বলা যায় না। এই চরম অবস্থায় না যাওয়া পর্যন্ত তুমিও আছ, আমিও আছি। তোমার কর্তব্য আছে, আমারও কর্তব্য আছে। তুমিও ডাকাডাকি করবে আমায়, সেবা-পূজা দেবে আমায়। আমার কর্তব্য প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করা, সেবা গ্রহণ করা। তুমি ফটোর কাছে রোজই ঘরে যা কিছু থাকে পেঁরা, বাতাসা, ফলমূল ভোগ দেবে। আর বর্তমানে তো আমিই রয়েছি। অন্নব্যঞ্জন যা দিতে হয়, গুরু ধামেই ব্যবস্থা করে দেবে। তোমার অম্বুবাচি করার আর প্রয়োজন করে না। অম্বুবাচির কয়দিন শ্রীগুরুদেবের কাছে ভোগ দিয়ে প্রসাদ খেয়ে নেবে। শ্রীগুরুদেবের কাছে তিলতুলসী দেবে। শ্রীগুরুর পাদপদ্মে বারো মাসই বেলপাতা দেওয়া চলে।

৩২৪। কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে কাল

সেঁধুত সেখানে ছুঁচ ফুটবে। ভোগ ভুগতেই হবে তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেখানে একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হলো। ঈশ্বরের শরণাগত হলে তাঁর নিজের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়।

৩২৫। ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিস! তপস্যার মতো ব্যাধিতেও কর্মক্ষয় হয়।

৩২৬। গুরুর কৃপা হলে কিছু ভয় নেই। গুরু জানিয়ে দেবেন তুমি কি তোমার স্বরূপ কি। কৃপা হলে হাজার বছরের অন্ধকার এক মুহূর্তে দূর হয়। সদগুরু লাভ হলেই জীবের উদ্ধার।

৩২৭। সংসারে থেকেও জানবে এ আমার ঠিক ঘর নয় একটা বাধা মাত্র। শ্রীশ্রীব্রজানন্দের পাদপদ্মই আমার আসল ঘর। যে কোন প্রকারেই হোক সেথায় আমাকে যেতে হবে।

শ্রীবৃন্দাবনে মহানিশায় আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহ চলতে থাকে। সেই সময় সেখানে জপ-ধ্যান করলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়।

৩২৮। বিপদকে যে ভয় করে সে যেন ব্রজানন্দকে না ডাকে। যার উপর তাঁর যত কৃপা তার তত বিপদ ঘনিত।

৩২৯। গুরুশক্তি। যিনি আশ্রয় দিয়েছেন তিনি কোনকালে রুষ্ট হন না। গুরু ইষ্ট এবং নিজেকে এক বলে জানবে। ইষ্ট ও জীবাত্মা একই জ্যোতির দুই মূর্তি।

৩৩০। ভক্ত আমার প্রাণ। ভক্তকে রক্ষা করা আমার ধর্ম। ভক্তের মুক্তি আমার জীবন বেদ। শান্তি আশীর্বাদ অমোঘ। অশান্তি থাকে না।

৩৩১। আমার এই আসন হতেও যাহা পাবে, আমা হতেও তাই পাবে। জীবজগতের কল্যাণের জন্যই আসন প্রতিষ্ঠা। আসনই অনন্তকাল থাকবে।

৩৩২। গুরুর অধিক আর কেউ নেই; গুরু সর্বেশ্বর, সকলের নিয়ন্তা ও নির্বাহকর্তা। তোমরা এই বোধে নাম কর, ধ্যান কর, গুরু চিন্তা কর, দর্শন কর, জপ কর, সেবা কর, পূজা কর, উপাসনা কর। তোমাদের অভীষ্ট লাভ হবেই। অভাব রাক্ষসটির তাড়না সহ্য

করতে হবে না। কামনা বাসনা পূর্ণ হবে। বিপদ-আপদ, রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট দূরে যাবে। সাপে বাঘে খাবে না।

তোমরা সরল বিশ্বাস নিয়ে দিনান্তে একবার অন্ততঃ জয় ব্রজানন্দ বলে আমাকে স্মরণ করবে।

৩৩৩। এ অনিত্য দেহ। তাই তোমাদের নাম দিয়েছি। নাম ধর পার হবে।

৩৩৪। আমাকে দেয় পূজা বা ভক্তি আমার আসনে বা ফটোতে দিলেই আমি পাবো। ভক্তের প্রাণের পিপাসা মেটানোর জন্যই আমার এ অবতার।

৩৩৫। গুরুকে দ্বার মে কুত্তেকে মাফিক প্যড়ে রহো। কুকুরের মতো আমাদের প্রভুর দ্বারে একনিষ্ঠভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হবে। যে শেষ পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারবে, তার উদ্ধার।

৩৩৬। ব্রজানন্দই দুর্গা, কালী, রাম, শিব, শ্রীকৃষ্ণ আবার ব্রজানন্দই সেই নির্বিশেষ শুদ্ধচৈতন্য।

৩৩৭। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ পারমার্থিক পিতাপুত্রভাব। সর্বস্ব অর্পণ করলেও গুরুর ঋণ শোধ করা যায় না।

৩৩৮। গুরুতে যার সাক্ষাৎ ভগবান বলে বিশ্বাস, তার জন্ম শেষ। যেদিন গুরু মন্ত্র দেন সেদিন পুনর্বার জন্ম হয় এবং পূর্বের যত পাপ সব ধ্বংস হয়ে যায়। গুরুই সমস্ত পাপ গ্রহণ করেন।

৩৩৯। তোমরা আমার নাম ধর। আমিও আমার নাম একই বস্তু। আমাকে দেয় পূজা বা ভক্তি আমার আসনে ফটোতে দিলে আমিই পাবো। সেখান থেকেই তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

নামের ভেতর দিয়েই তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে। আমি তোমাদের কোন কিছুই অপূর্ণ রাখিনি। সব কিছুই পূর্ণ করে দিয়েছি।

৩৪০। শ্রীচরণই যখন তোমার একমাত্র সম্বল তবে তো তোমার তরী ভব সাগর হতে সবচেয়ে আগে ফল পেয়েছে। আর চিন্তা কি, নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাক। পারের তরী তো পেয়েছ।

৩৪১। তোমার গুরুতে অনন্য ভক্তি হোক। তোমার মন গুরুতে সম্যক বিলীন হোক। সূর্য উদয় না হলে সংসারের অন্ধকার ঘোচে না, তেমনই গুরু বিনে মানুষের মনের অন্ধকার দূর হয় না। শ্রী গুরুদেবের চরণ কৃপা হলে মানুষ সংসার সাগর পার হয়ে থাকে। গুরু বিনে নিস্তার নেই। গুরুভক্তিতে জন্ম জন্মান্তরের পাপরাশি নষ্ট হয়। যেমন অগ্নিতে যা কিছুই পড়ে তা ভস্ম হয়ে যায়। দেবতারা পর্যন্ত ইচ্ছা করে থাকে ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে ভক্তি লাভ করতে। শুদ্ধ মনে ভাগবত রূপে গুরুতে ভক্তি রাখলে তার সমস্ত মনষ্কামনাই সিদ্ধ হয়ে যায়। ভজন, পূজা, পাঠ, দান-আদি কর্ম করলে যে ফল লাভ হয়ে থাকে তা এক ভক্তিতেই লাভ হয়ে থাকে। গুরুভক্তি জাগাবার জন্যই যে গুরুধামের প্রতিষ্ঠা হলো। গুরুধামের খোঁজখবর নেবে। সকাল সন্ধ্যায় ভোগ আরতির শৃঙ্খলতা করে দেবে ও সাধুভাবে সেবকদ্বয়কে চালাবে। তা হলেই তো সবদিক দিয়েও সব সুশৃঙ্খল হয়ে আসবে।

৩৪২। সদ্‌গুরুর শিষ্য মহাভাগ্যবান। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেলে তার আর চিন্তা ভাবনার কিছুই থাকে না, কামজারীও থাকে না। সে হেলায় হোক, নিষ্ঠায় হোক দিনান্তে নামটি একবার নিলেই হয়। তবেই তোমার ইহ-পরকালের কাজ হয়ে যায়। তোমাদের কোন সাধন ভজন নেই, একবার 'জয়গুরু' বলে ডাক দেওয়া মাত্র। দয়াল হরির আগমনে জীবের সাধন ভজন সরল হয়ে যায়। তুমি মরতে চাইলে কি মরতে পার? তুমি যে কার সে খবর কি রাখ? তোমার এক পা নড়ার ক্ষমতা নেই। সর্বশক্তিমান ব্রজানন্দ সেই একমাত্র নিয়ন্তা ও সর্ব নির্বাহকর্তা। তুমি তাঁর হাতের পুতুল মাত্র। তোমার ধানাই পানাই ছেড়ে দিয়ে আমার নামে পরে থাক। তোমাকে আর কোন আপদ বালাইতে পাবে না।

৩৪৩। তোমাদের কথা কি আমি ভুলতে পারি। আমারও কখনও ভুল হবারও নয়। ভক্ত যে আমার প্রাণের প্রাণ। আমি কখনো ভক্তকে হারাই না, ভক্তও আমাকে হারায় না। এর মধ্যেই দর্শন দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দেহটা সুস্থ না থাকায় হয়ে উঠছে না।

আমার কৃপার ফোয়ারা তো ছুটিয়েই রেখেছি। ইচ্ছামতো পান করে নিলেই হয়। তুমি আমার স্মরণ নিয়ে থাক। মুক্তাত্মা ভগবানের স্মরণ নিলে তিনিই কৃপা করে ও মহামায়া থেকে মুক্তি দান করতে পারেন, নচেৎ অন্য উপায় নেই। তুমি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ বটে কিন্তু তোমার গুরু তো মুক্তাত্মা মহাপুরুষ তিনিই তোমার ভববন্ধন ছেদন করবেন। তুমি শুধু গুরুসেবা ও গুরুবাক্য হৃদয়ে ধারণ করে কর্মে অগ্রসর হও।

৩৪৪। বৈষ্ণবের আশীর্বাদ শিবের ভূষণ, ঘোচায় সংসার দৃঢ় বন্ধন। তোমার আর চিন্তা করবার আর কিছুই নেই কারণ সদ্‌গুরুর শিষ্য মহাভাগ্যবান, তোমরা আমার আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে নির্ভর ও নিশ্চিন্ত হও।

"সদ্‌গুরু আশ্রয় বিনে যত দেখ ধর্ম,
সকলই অনর্থ মাত্র শ্রুতিগণের মর্ম।
যে ধর্ম সংসার পুনঃ পুনঃ উপজায়,
যে ধর্ম অধর্ম মানিয়া শ্রুতি গায়।
বহু ভাগ্যে যদি হয় সাধুর সঙ্গতি,
বুঝায় যথার্থ তবে ঘুঁচায় দুর্মতি।"

স্বপ্রয়োজন অপেক্ষা মুক্তি প্রয়োজনই শ্রেষ্ঠ। কাজেই বাবা কোন ভয় করো না, ভরসা বাঁধ।

৩৪৫। তোমার যখন যা প্রার্থনা জানাবে আলস্য করবে না, আমি পূরণ করবো। তোমাদের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গল কামনাই আমার একমাত্র কর্তব্য। তোমাদের নামের মধ্যেই আমার পূর্ণ শক্তি রয়েছে। সময় মতো নাম কর। নামের কাছে যে যা চাইবে সে তাই পাইবে। তোমার দীক্ষা মন্ত্রটি দিনান্তে অন্ততঃ একবার নিও, নামই তোমাদের আত্ম উন্নতি ও মুক্তির পথে অগ্রসর করাবে। গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে আর কিছুই নেই। যে শিষ্য সর্বদা গুরু মূর্তি ধ্যান করে সে কাশীবাসের ফল লাভ করে। গুরু তারকব্রহ্ম স্বরূপ, নররূপী ভগবান। গ এই বর্ণটি উচ্চারণ করলে মহাপাতক নাশ হয়, ড উচ্চারণে ইহজন্মের পাপ নষ্ট

হয়। আর রু উচ্চারণে পূর্ব জন্মের পাপ নষ্ট হয়। তুমি একটু আমার স্মরণ রাখবে। তবেই আমি তোমাদের দুটি প্রাণীর মুখ উজ্জ্বল ও শান্তি সুখ দান করতে পারবো। গুরু কাঁচ পোকা তুল্য ও শিষ্য তেলাপোকা স্বরূপ। কাঁচ পোকা তেলা পোকাকে ধরলে তেলা পোকা কাঁচ পোকাকে অবিশ্রান্ত চিন্তা করতে করতে আপনার স্বরূপ হারিয়ে কাঁচ পোকার স্বরূপ ধারণ করে, সেই রকম তোমরাও আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের চিন্তা করে সচ্চিদানন্দ হয়ে যাও। জয় ব্রজানন্দ হরে, জয় ব্রজানন্দ হরে, জয় ব্রজানন্দ হরে।

৩৪৬। চেতন বিগ্রহের চরণে আবির ঢেলে যে কি সুখ তা ভাষায় কি জানাবো? আবির অর্ঘ্য গোবিন্দ জ্ঞানে ঢেলে থাকলে তোমার বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং তুমি যখন যা চাইবে তাই এই চরণ থেকে পাবে, কারণ যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। বৈষ্ণব কবি বলেছেন—"কৃষ্ণ কেমন যার মন যেমন"। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলেই জানতেন আবার এদিকে শিশুপালাদি কৃষ্ণকেও সামান্য মানুষ বলেই মনে করতেন। বাবা, তাই বলি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই এই চরণে আছে—তোমার শক্তি থাকলে নাও। আমি বিলাতেই এসেছি। আমি অবক্ত, নিরাকার নির্বিকার হয়েও জীবের দুঃখে কাতর হয়ে আজ আমি সাকার মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি চেনো আমাকে, তোমার ইহ-পরকাল ভালো হয়ে যাবে। জয় ব্রজানন্দ হরে, জয় ব্রজানন্দ হরে, জয় ব্রজানন্দ হরে।

৩৪৭। নির্লিপ্ত সংসার কিরূপ তা বলছি। শ্রীগুরুতে মন লিপ্ত করে, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সংসার উপভোগ করে যাবে। এই সংসার করতে তোমার কোন দোষ নেই। একেই নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বলে। তোমার গুরুতে আসক্তি এলেই সংসার আসক্তি থাকবে না। গুরুতে আসক্তি না জন্মালে নিরাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করা চলে না। গুরুতে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে না পারলে আত্মসমর্পণ না দিলে বিষয় ভাবনা দূর হয় না। আরও পরিষ্কার করে বুঝে নাও—গুরুতে মন রেখে স্ত্রী পুত্র নিয়ে কিভাবে থাকবে—যেমন

বড়লোকের বাড়িতে চাকরানী। বাড়ির সমস্ত কাজ করে, ছেলেপিলেদের লালন-পালন করে, ঐ ছেলেপিলে মারা গেলে রোদনও করে কিন্তু সে জানে তারা তার কেউ নয়। এইভাবে ঠিক ঠিক সংসার করবে বাবা। তাহলে অশান্তি তোমার পায় কি করে? তুমি আমার কথিত মতে সংসার কর। তুমি সরে যাবে কোথায়? আমার আদেশ, তুমি কামনা বাসনা হতে সর। তবেই তোমার শান্তি, সুখ, উদ্ধার, মুক্তি। সংসার দুর্গে থেকে যুদ্ধ করাই যে ভালো এবং শ্রেয়। সময় মতো চারটে অন্নজল পাচ্ছ। নাম কর। "আমিই সেই ব্রজানন্দরূপ কৃষ্ণ। আমি বড় বাপের বেটা। আমার আবার ভয় কোথায়?" জোর করে বল। প্রাণ দিলে কি কর্মে ছাড়বে বাবা? তবে তোমার ভাগ্য ভালো। সদ্‌গুরুর শিষ্য মহাভাগ্যবান। এই বিশ্ব আমারই বিভূতি বা আমার প্রতিমা জ্ঞানে সকলের সেবা করে যাও। স্বজনগণকে সন্তুষ্ট রাখ। প্রীতির সঙ্গে পালন কর। মাতা পিতা গুরু ভার্যা। এরা তোমার পোষ্যবর্গ। পোষ্য পালনে স্বর্গলাভ; পোষ্য পীড়নে নরক প্রাপ্তি ঘটে।

৩৪৮। নব বর্ষাগমে আত্মার উন্নতির জন্য উপদেশ চতুষ্টয় লিখলাম মনের সঙ্গে গেঁথে রাখ।

১। তন মন ধন সব দিয়ে গুরু সেবা

২। অভিমান পরিত্যাগ

৩। গুরু বাক্য সর্বোপরি এই জ্ঞান

৪। গুরু সেবাকালীন আত্মসুখ বিসর্জন

৩৪৯। সদ্য ফলের বৈদ্য ব্রজানন্দ হাতে হাতে ফল দেয়, বাবা মন খুলে একটু বিশ্বাস ভক্তি ফেল। সংসারটি আবার জেগে উঠুক। আমারও খুব ইচ্ছা, পারি তো এখনই তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করে দিই, কিন্তু কি করবো বিশ্বাস ভক্তির অভাব যে কিছুই করতে পারছি না। ষোল আনা বিশ্বাস ভক্তি নিয়ে কেউই আমার কাছে আসে না আর আমিও কিছু করতে পারি না। বাবা, একবার জোর করে দাঁড়াও জয় ব্রজানন্দ বলে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

৩৫০। গুরুর ইচ্ছায় যা হবার হবেই। আমার সখা সখীদের কোন ভয় নেই। তারা যেন আমাকে মানুষ জ্ঞান না করে। গুরুব্রহ্মা, গুরুবিষ্ণু মানে, আর কিছুই না গুরুতে সব মেনে নেওয়া। ঈশ্বর তো অসীম অনন্ত, সেই ধারণা করবার শক্তি কি মানুষের আছে? তাই গুরুতে ঈশ্বর জ্ঞান হলেই তার আর পাওয়া থোয়ার কিছুই বাকি থাকে না। মানুষের এই হলো সাধন ভজনের শেষ সীমা। এর পরে আর সাধন ভজন নেই। জয় ব্রজানন্দ হরে।

৩৫১। সদ্‌গুরুর শিষ্য মহা ভাগ্যবান। দিনান্তে গুরুদত্ত নামটি একবার নিও। নামকে অক্ষর মনে করো না, গুরুকে মানুষ মনে করো না, প্রীতিমাকে শীলা মনে করো না। তবেই তোমার উর্দ্ধগতি, অধঃগতি নেই। আমি ও আমার নাম অভেদ। নামের কাছে খোঁজ, আমাকে পেতে হলে। আমাকে দিয়ে তোমার যে কাজ হতো আমার নাম দিয়েও তোমার সে কাজ হবে। গুরুধামে গিয়েও প্রার্থনা জানালে তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে এবং দুঃখ কষ্টের হাত এড়াবে। আমি ধাম ছাড়া কোথাও যাই না। তুমি আশ্বস্ত হও।

জয়গুরু বলে মারো হুঙ্কার সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।

৩৫২। গুরুর অধিক আর কেউ নেই, গুরু সর্বেশ্বর, সকলের নিয়ন্তা ও নির্বাহ কর্তা। তোমরা এই বোধে নাম করো, ধ্যান করো, গুরুচিন্তা করো, দর্শন করো, জপ করো, সেবা করো, পূজা করো, উপাসনা করো। তোমাদের অভীষ্ট লাভ হবেই। অভাব রাক্ষসীর তাড়না সহ্য করতে হবে না। কামনা বাসনা পূর্ণ হবে। বিপদ, আপদ, রোগ, শোক, দুঃখ কষ্ট দূরে যাবে। সাপে বাঘে খাবে না। দৈন্য থাকবে না। এই কটা তো হবেই আধ্যাত্মিক জীবনও মঙ্গলময় হবে। ভক্তের প্রাণের পিপাসা মেটানোর জন্যই আমার এ অবতার। তোমরা সরল বিশ্বাস নিয়ে দিনান্তে একবার অন্ততঃ "জয় ব্রজানন্দ" বলে আমাকে স্মরণ করবে। আমার আসনে প্রার্থনা জানাবে। আমাকে দেয় পূজা বা ভক্তি তোমরা ফটোতে দেবে বা আমার আসনে দেবে। আমি গ্রহণ করবো।

বাবা তোমরা নিঃসন্দেহে সাধন করে যাও। ফল লাভ ধ্রুব সত্য। তোমরা যতখানি মন দেবে ততখানিই কাজ পাবে। ঠিক ঠিক ভক্তি চাই নইলে হবে না। গুরুতে বিশ্বাস, গুরুতে ভক্তি, গুরুতে একনিষ্ঠ হও। তোমরা আমার নাম ধর। আমার দেহটাকে ধরো না দেহ একদিন যাবেই। এ অনিত্য দেহ তাই তোমাদের নাম দিয়েছি। নাম ধরো পার হবে। সংসার জ্বালার হাত এড়াবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

৩৫৩। আমায় ধরতে বুঝতে তোমার কোন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে হবে না। এখন কেবল ইন্দ্রিয়সমূহ দিয়ে সদর্থে কর্ম করে গেলেই অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হাত, পা দিয়ে মৎদর্শন, শ্রবণ, মৎকীর্ত্তন, ভোগ নৈবেদ্য, পুষ্পচয়নাদি করতে পারলেই মন আপনিই সংযত হয়ে আসবে। এছাড়া শত চোখ বুজে নাক টিপে যোগযাগ করলে কলির অল্পায়ুতে বেড় পাবে না। তাই আমি এইসব পথ জীবনের সর্বভার বিমোচনের জন্য এনেছি। ভক্তি বিশ্বাস করে মদর্পণ বুদ্ধিতে সব কাজ করে যাও। অতি শীঘ্রই তোমার বিষয়বুদ্ধি দূর হয়ে পরম কল্যাণ লাভ হবে, আর কর্মফলে তোমায় পাবে না। তুমি পদ্মপত্রস্থ জলের মতো আলগা থেকে পাপ পরিশূন্য বিচরণ করে বেড়াবে।

৩৫৪। আমার এই হাড় মাংসের দেহ আজ আছে কাল নেই। এর জন্য তোমাদের উদ্বিগ্ন বা উদ্‌গ্রীব হওয়ার কোন কারণ নেই। যে নাম করে আমি উদ্ধার পেয়েছি সেই নামই তোমাদের দিয়েছি। আমাকে তোমাদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছি। শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সঙ্গে নাম জপ করো, তোমার অহংকে ব্রজানন্দ লয় লয় করে সোহম্ হয়ে যাও। নামই সত্য, চিরনিত্য, নামের অপার মহিমা, যখন যা কিছু অভাব বোধ করো নামের কাছে সরল শিশুর মতো চাও, হাত পাত, পাবে। তোমার কিছুরই অভাব থাকবে না।

৩৫৫। জীবসঙ্গে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ, এই অভেদ উপাসনা। এই উপাসনায় জীব সিদ্ধিলাভ করতে পারলেই পরস্পরে বিবাদ,

বিসম্বাদ, হিংসা, দ্বেষ থাকবে না। জীব সকল শান্তি লাভ করবে, অশান্তি ভোগ করতে হবে না। এই সত্যজ্ঞানের অভাব হেতুই জীব অশান্তি ভোগ করছে। আমি এই জ্ঞান জীবের অন্তরে প্রকাশ করে সর্ব অমঙ্গল দূর করে মঙ্গল স্থাপন করবো। এই সত্য জ্ঞান নিজে এনে অপরকে মানিয়ে মঙ্গল করো। জীব মাত্রকে আপনার আত্মার পরমাত্মার স্বরূপ জেনে সকলের উপকার করাই স্বাভাবিক ধর্ম জ্ঞানী পুরুষের। যার পরমাত্মারূপ গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তার জীব মাত্রেই দয়া সমদৃষ্টি আছে।

তুমি কোন বিষয়ে চিন্তা করো না। তুমি আপনাকে ও আমাকে এক স্বরূপ দেখ। আমি নির্গুণ নিরাকাররূপে এবং সগুণ সাকার রূপে চরাচরে বিস্তৃত আছি। আমা থেকে দ্বিতীয় কেউ নেই। এই সংসারে সব উপাধিই আমার অথচ কোন উপাধিই আমার নয়।

৩৫৬। দিনান্তে গুরু নামটি একবার স্মরণ করো। যে নামে আমি সিদ্ধিলাভ করেছি সেই নামই তোমাদের দিয়েছি। আমাকে দিয়ে তোমাদের যে কাজ হতো, আমার নাম দিয়েও তোমাদের সে কাজ হবে। তোমার যখন যা দরকার পড়ে নামের কাছে চাইলেই পাবে। তোমাদের জন্য গুরুপাঠ রয়েছে। আমি সেখানে সবসময়ই বিদ্যামান আছি। সেখানে থেকেও তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারো। আমি তোমাদের পূর্ণশক্তি দিয়েছি, অপূর্ণ বলে কিছুই রাখিনি। গুরুনামই একমাত্র সার ও সত্য আর সব আলুনি। তোমাদের কোনওই ভয় নেই। জয় ব্রজানন্দ বলে হুঙ্কার দিয়ে আনন্দে ভরপুর থাকো।

৩৫৭। যে হৃদয়ে ক্ষমা নেই, দয়া নেই সে হৃদয়ে ভক্তি ও জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না। অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা জীবে দয়া এইসব কর্মই অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়। যেখানে হিংসা, দ্বেষ, অপ্রেম সেখানে আলোর প্রকাশ হতে পারে না। জ্ঞান ভক্তি পেতে হলে সদয় অন্তঃকরণ বিশিষ্ট হতে হবে। নির্দয়ের হৃদয় অতিশয় কঠিন ও পাষাণবৎ হয়। সেই হেতু

সৎসঙ্গধারী হাজার সিঞ্চন করলেও ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না। অপ্রীতিকর বাক্য যেমন নিজের কাছে কণ্টকবৎ মনে হয় তেমন অন্যেরও হয়। এইরূপ আত্মবৎ জ্ঞান মনে জপলে তবে তাঁর আর আপন পর এই ভেদ জ্ঞান থাকে না, সে সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ্য হয়। বিনয়ী, নম্র, দয়ালু হৃদয়বিশিষ্ট হলে তবে সে শিষ্য পদের অধিকারী হয়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও বলে গেছেন—আপনাকে তৃণবৎ জ্ঞান, বৃক্ষের মতো সহ্যগুণ বিশিষ্ট, মানের অযোগ্যকেও মান দেওয়া হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির এই লক্ষণ। দয়া ধৈর্য্য ও ক্ষমার আধার হও। দ্বৈত ভাব ত্যাগ কর, সর্বভূত প্রাণীতে দয়াশীল হও।

"ছোট যদি উচ্চ-ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেলে,
তুমি তবে স্নেহভরে আদর করিও তারে।"

৩৫৮। ভক্তের বোঝা আমি বহন করে থাকি। ভক্তের হৃদয় বৃন্দাবনে আমার নিবাস, আমার ভক্ত চির অজেয়। তবে চাই শ্রদ্ধাভক্তি, ভেজাল নয়।

৩৫৯। তোমরা দিনান্তে গুরুদত্ত নামটি একবার স্মরণ করো, তোমাদের কানে যে নাম দিয়েছি তা শক্তির আধার। গুরুদত্ত নাম ও গুরু অভেদ মনে করে সাধন করে যাও। নাম এবং নামী অভেদ। সরল বিশ্বাসও ভক্তি নিয়ে থাক, তোমরা সমস্ত বিপত্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। নামটি জপ করা কালীন গুরুমূর্তি লক্ষ্য করে জপ ও ধ্যান করবে। সন্ধ্যা আহ্নিক করবার কালে প্রার্থনা করবে ঠাকুর আমি তোমারই স্বরূপ, তুমি ও আমি এক বস্তুই। মায়া মোহে আবদ্ধ হয়ে আজ আমরা তোমা হতে পৃথক হয়ে গেছি। এখন তুমি আমাদের তোমার করে নাও, তোমার নিত্য, সত্য স্বরূপ আমায় দাও।

৩৬০। হাত দেখানো অভ্যাসের কি প্রয়োজন আছে? কর্মফল খণ্ডানো যায় না। তবে এটা ধ্রুব সত্য যে আমার ভক্তের বিনাশ নেই। ভক্তি মার্গ থেকে বিচ্যুত না হলে তোমাদের সব বাসনাই পূর্ণ

হবে। গুরু দাতা, গুরু ত্রাতা, গুরুই পরমাশ্রয়। সময় খারাপ, গ্রহের কোপ ইত্যাদিতে মন দিও না। নামে থাক। মাভৈঃ মাভৈঃ আমি যে রয়েছি।

৩৬১। আমি সর্বদাই তোমাদের অন্তরে বাইরে সর্বত্রই আছি। যখনই ঐকান্তিকভাবে ডাকবে সাড়া পাবে। তোমরা কখনই নিজেদের অসহায় ভেবো না। অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে যে যেভাবে সেভাবেই তার পূজা আমি গ্রহণ করে থাকি। তোমাদের কোনও অপরাধ নেই। যতটুকু পারো নিজেরা করবে। বাদ বাকিটা আমিই পূরণ করে গ্রেস মার্ক দিয়ে পাশ করিয়ে দেব।

৩৬২। গুরুধাম, সংসারে ভয় পাবে না, এতো সুখের জায়গা নয়, একটা হলো, একটা গেল, সে অভাব লেগেই আছে? তবে গুরুতে মন রেখে কর্ম করে যাও। খুটো ধরবে, তবে আছাড় খাবে না, চূর্ণ হবে না। দেখ না যাতার মাঝে যে খুটো রয়েছে, সেই খুটোর তলায় মটরাদি শষ্য সকল নিষ্পেষিত হয় না। তেমনি গুরু শরণাগত শিষ্যকে গুরুই সহায় হয়ে রক্ষা করেন। কিছু সময় স্থিরভাবে গুরুমূর্তির চিন্তা করবে, তা হলেই সব পাবে, সংসার সুখের হবে। ঐহিক পারমার্থিক উভয়ই মঙ্গল হবে।

৩৬৩। তোমার প্রার্থনা যখন যা হয় জানিয়ে যাবে। আমি দৃষ্টি দিয়ে কাজ করি কচ্ছপের মতো। যেমন কচ্ছপ জল থেকে পাড়ে উঠে স্থলে ডিম ছেড়ে জলে নেমে যায়, সেখান থেকেই দৃষ্টি দিয়ে ডিম ফোটায়, আমার কাজও সেরকম জানবে। এখানে আমার আর কোন কর্তব্য নেই। আমি আপনাকে তোমাকে বিলিয়ে দিয়েছি। ঐ যে আমার সিদ্ধমহামন্ত্র তোমার কর্ণকুহরে ঢেলে দিয়েছি, সেই দিনই আমার কর্ম শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি এখন সর্বান্তকরণে ঐ মন্ত্র আমার স্বরূপে সেবা ও পালন দ্বারা মৎস্বরূপত্ব লাভ করে ব্রজানন্দ হয়ে যাও। এই জন্মেই জন্ম মৃত্যুর বন্ধন ছেদন করে নিত্যানন্দময় হও, তোমার পূর্ব জন্মের দুঃখদৈন্য দূর করে আমি তোমাদের দর্শন দিতে নিতান্তই উৎকণ্ঠিত।

৩৬৪। গুরুসেবাপরায়ণ শিষ্যই আমার সেবার অধিকারী। স্বামীর কাছে স্ত্রীর নাম ও স্ত্রীর কাছে স্বামীর নাম যেমন মধুর লাগে তেমন করে গুরুর নামটিও মধুর করে নাও। তবেই নামের মিষ্টত্ব অনুভব করবে। যেমন আমি এই সুদীর্ঘ জীবন যে নাম নিয়ে (জপে) জাগতিক দুঃখ কষ্টর পরপারে গিয়েছি তোমাদেরও সংসার জ্বালার হাত এড়াতে ঐ ভবসাগর তরিতে সেই নামই দিয়েছি। আমার এই ভিক্ষা যে দিনান্তে অন্ততঃ নামটি একবার নেবে।

৩৬৫। আমার বাক্যও আছে যুগ পরম্পরা থেকে, আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়। এবার দর্শন না পাওয়ায় ভালোই হয়েছে। তোমাদের অনুরাগটা আরও বেড়ে আসুক। কারণ অল্পেতে আমার মন ওঠে না। এপথে সবদিকেই তো লাভ কোন দিকেই ক্ষতি নেই। গুরু দর্শনের প্রতীক্ষায় থাকা এটি একটি ভক্তি লাভের শুভ লক্ষণ। আমি তোমাদের হৃদয়াকাশেই বিরাজ করছি। আমার সাধন ভজনও যে তাই। অভেদ উপাসনা সব সময়ই সোহম্ উচ্চারণ কর, আর প্রার্থনা করো, ঠাকুর আমি তোমারই স্বরূপ, তুমি আমি অভেদ, মায়া মোহে তোমার থেকে পৃথক হয়ে আছি। এক্ষনে তোমার নিত্য স্বরূপ আমায় দাও, আর তোমার করে নাও। এইভাবে সাধন, ভজন করে যাও। তোমার সংসারে আসা সার্থক হোক।

৩৬৬। গুরুর চেয়ে আপন আর কে আছে? পিতাকে ভক্তি করলে স্বর্গলাভ হয়। মাতাকে ভক্তি করলে সংসারসুখ লাভ হয়। স্ত্রীকে ভালোবাসলে লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়। আর গুরুকে ভালোবাসলে ভক্তি করলে এই কয়টাতো হয়ই উপরন্তু কৈবল্য লাভ হয়। তাই গুরুভক্তি লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হও। গুরুনাম করো, তাকে ডাক, ডাকতে ডাকতে মনের ময়লা যাবে, তবে গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি হবে, গুরুতে বিশ্বাস আসবে, ভালোবাসতে প্রাণ চাইবে। ঠিক ঠিক ভালোবাসা সহজ নয় সাধনা চাই। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

৩৬৭। তোমরা আমার আপনজন। তোমাদের কোনও ভয় নেই—বিপদ নেই। তোমরা যখন আমাগত, তখন তোমাদের আবার ভয় কিসের? শিশু মায়ের কোলে থাকলে তার ভয় ব্যাথা কিছুই থাকে না। যে ব্যক্তি ভগবানে অনুরূপভাবে নির্ভর করতে পারে সে অজেয় অপ্রমেয়। তোমাদের সকলের প্রতিই আমার কৃপাদৃষ্ট আছে।

৩৬৮। আমি তোমাদের খুবই নিকটে আছি। জপ আর ধ্যানটি একটু করবে। তোমার অহংকে ব্রজানন্দ লয় বলে সোহম্ হয়ে যাও। তবেই দূর বলে মনে হবে না, আমাতে মিলে যাবে। এর পরে আর সাধন নেই।

৩৬৯। তোমরা আমার আপনজন। আমার বুকের এক ফোঁটা রক্ত। গুরু শিষ্য কি দুইই? অভিন্ন করে বর, অভিন্ন হৃদয় জানবে। গুরু সবচেয়ে আপন। আমার গুণ স্মরণ করো ও রূপ ধ্যান করো। সর্বদাই আমার দর্শন পাবে। তোমাদের দুদিকেই আমি চরণে স্থান দিয়েছি। গুরুকে বিশ্বাস করো, দেহ মন সমর্পণ করো। এইখানেই তোমাদের সাধনা শেষ, এরপরে আর কোনই সাধন ভজন নেই। "যাবৎ বিকাইতে না পারে, তবে তাই এই সাধন ভজন—এর পরে আর সাধন ভজন নেই।" তুমি নিত্য, তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত।

৩৭০। গুরুতে অকপট শুদ্ধ ভক্তি রেখ, গুরু বাক্যে কখনও অবিশ্বাস ও সন্দেহ রেখ না। গুরু বাক্য সাক্ষাৎ ভগবৎ বাক্য বলে জেনো। গুরু বাক্য সর্বান্তকরণে পালন করবে। গুরুর সমান হিতাকাঙ্ক্ষী তোমার ত্রিভুবনে নেই। গুরু দত্ত নাম অন্তত একবার অবশ্যই স্মরণ করবে। গুরুদত্ত নামেই আমার সর্বশক্তি নিহিত আছে। আমাকে দিয়ে যে কাজ হবে, আমার দীক্ষামন্ত্রেও সেই কাজ হবে। একা আছ তাই ভালো। একত্বেই মনে শান্তি পাওয়া যায়। বহুত্বেই যত অশান্তির মূল। মনকে ঠাণ্ডা রেখ, ঠাণ্ডা মনই শ্রীগুরুর আরামখানা, যাই কর না কর মনটা গুরুতে রাখবে। মনটা যেন একটা সাগর একটু হাওয়া লাগলেই ঢেউ ওঠে,

হাওয়া থামলে সব স্থির।

তোমাদের সাধন ভজন সম্বন্ধে কিছু লিখছি। তোমাদের কানে যে মন্ত্র দিয়েছি তা ভবসাগর পারি দেবার নৌকা মনে করবে। গুরুদত্ত নাম ও গুরু এক করে জানবে। নামদাতা অভেদ। জপ ও ধ্যান গুরুমূর্তি লক্ষ্য করে করবে। সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় এই বলে প্রার্থনা করবে—ঠাকুর আমি তোমারই স্বরূপ, তুমি আমি এক অভেদ, মায়া মোহে আবদ্ধ হয়ে আজ তোমার থেকে পৃথক হয়ে আছি। এখন তুমি আমাদের তোমার করে নাও। তোমার নিত্য স্বরূপ আমায় দাও।

মায়ার ফাঁদে পড়ে তোমার নিজ স্বরূপ হারিয়ে ফেলছ। এখন চিন্তা করে সেই স্বরূপ লাভ করো।

৩৭১। এই জগতে সর্বত্রই একমাত্র গুরুদেবেরই লীলা খেলা। একমাত্র ব্রজানন্দই জগৎব্যাপিয়া আছেন। এই জগতে যা কিছু সবই "ব্রজানন্দ"। গুরুময় ভূমণ্ডল শুনে থাকবে। কাজেই দেখ তোমাতে ও গুরুতে পার্থক্য নেই। তুমিও যা গুরুও তা। এক ভিন্ন দুই নেই। তবে যে দুই দেখাচ্ছে মায়াতে। যে আমি সেই তুমি। তুমি আমিতে কোন ভেদ নেই। মন্ত্রে তুমি দীক্ষিত। তোমার স্বরূপ ও শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ এক ভেবে ধারণা করে তবে জপ করবে। শেষে দেখতে পাবে গুরু শিষ্য একই বস্তু। মায়াতে দুই দেখায়। সেই মায়া অপসারিত হবে জপ করতে করতে। তকেই বলে আমি তুমি মিলন ভূমি, তখনই আমি তুমির মিলনভূমিতে দাঁড়াবো। একত্ব জ্ঞান লাভ হবে। তখন আমিও নেই, তুমিও নেই, কে কার খোঁজ নেবে? একেই বলে নির্বিকল্প সমাধি। গুরুও নেই শিষ্যও নেই। মহাজন বাক্যেও আছে—"সে বড় কঠিন ঠাঁই। গুরু শিষ্য দেখা নাই" তখন যা থাকে তা মুখে বলা যায় না। এই চরম অবস্থায় না যাওয়া পর্যন্ত তুমিও আছ আমিও আছি। তোমারও কর্তব্য আছে আমারও কর্তব্য আছে। তুমিও ডাকাডাকি করবে আমায়, সেবা পূজা দেব আমায়। আমারও কর্তব্য প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করা, সেবা গ্রহণ করা। তুমি ফটোর কাছে রোজই ঘরে যা কিছু থাকে পেঁরা, বাতাসা,

ফলমূল ভোগ দেবে। আর বর্তমানও আমিই রয়েছি অন্ন ব্যঞ্জন যা দিতে হয় গুরুধামেই ব্যবস্থা করে দেবে।

৩৭২। যার জগৎ তাতে যত বেশি মন দেবে তত শান্তি পাবে। তিনি তো অসীম অনন্ত তাঁর ধারণা করার শক্তি তো জীবের নেই। তাই গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি ফেলে গুরুতে মন রেখে নির্ভয় নিশ্চিন্তে বসে থাকো, শান্তি আপনিই আসবে। গুরু গীতাই তার সাক্ষ্য।

৩৭৩। মঙ্গল আরতি, নগর কীর্ত্তন, ভোগরাগ আমার নামে দিলে আমিই পেয়ে থাকি। আমাকে সময়ে পূজা বা ভক্তি আমার নামে আসনে বা ফটোতে দাও তা আমি গ্রহণ করে থাকি। আমি সর্বভূতে বিদ্যমান। আমাকে বলে যেখানে যা অর্পণ করবে তা আমাতেই যাবে। আমার দত্ত গুরুমন্ত্রে সব কিছুই আছে। আমি তোমাদের পূর্ণ বস্তুই দিয়েছি, অপূর্ণ কিছুই রাখিনি যে অন্য দ্বারস্থ হতে হবে। আমি এবার রাধা গোবিন্দের ভাবকান্তি নিয়ে পূর্ণ রূপেই এসেছি এবং তোমাদের পূর্ণই দান করেছি। উদয় অস্ত কীর্ত্তনের সুখ সুবিধা থাকলে করবে। যাই কর না কেন, মূলকথা আমাতে মন রাখা চাই।

৩৭৪। ''ব্রজানন্দের পা বেতালে পড়ে না''। তাঁর লীলাখেলা, চলন, বলন সবই যে ভক্তের মঙ্গলের তরে। দর্শন না পাওয়া তোমাদের লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। আমার অদর্শনে তোমাদের প্রাণের পিপাসা আরও একটু বর্ধিত হোক। যেমন আহারান্তে পুনরায় আহার নিমিত্ত কিছুকাল উপবাস প্রয়োজন হয়। আর এক কথা, আমি তোমাদের নিজ জন। তোমাদের হৃদয়েই আছি, সেখানেই তো আমাকে পেতে পারো। তোমাদের দীক্ষামন্ত্রেও তাই বলে। দেহের দৃষ্টিতে আমি তোমার দাস এবং আত্মার দৃষ্টিতে আমি তুমি অভেদ, এইরূপ ধারণা নিয়ে জপ ধ্যান ইত্যাদি করবে। তখন তুমি আমি হয়ে যাবে। আমাতে মিশে একাত্ম হয়ে যাবে। শিবোভুত্বা শিবম্ যজেৎ, বাবা শিব ভজে শিব হয়ে যাওয়া চাই। এইরূপ সাধনা করেই আমি শিবত্ব

লাভ করে সর্ব বিপত্তির হাত এড়িয়ে মুক্ত হয়ে জন্ম মৃত্যুর পরপারে দাঁড়িয়েছি। তোমাদেরও সেই সাধনাই দিয়েছি। এখন তোমরাও দুঃখের হাত এড়িয়ে মুক্ত হয়ে ভবনদী পার হও। এটাই আমার একমাত্র ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।

৩৭৫। আমি যখন যেখানে থাকি আমার মঙ্গলময় দৃষ্টি তোমাদের উপর থাকেই। তোমাদের মরণ বাঁচন সব আমার হাতে। তোমরা মুক্ত পুরুষ, আমার লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ করে এসেছ। আমি যখন এসেছি, তোমরাও আমার সাথে আমার পারিষদরূপে এসেছ। তোমরা নির্ভয়ে থাক। তোমাদের উপর অন্যের কোন অধিকার নেই। তুমি আনন্দে সংসার করো। মায়ার সংসারে পড়ে তোমার লাঞ্ছনা ভোগ কি রকম? সংসার তোমার নয়। তুমি বৃথা মায়া করে হৃদয়ে অশান্তি ভোগ কর কেন? তুমি মন শুদ্ধ করে একবার বলো এ সংসার আমার নয়, এ সংসার ভগবানের। তাহলেই তো সব অশান্তি তোমার মিটে যায়। এ সংসার ''আমার'' বর্তাতে গেলেই অশান্তি ভোগ করতে হবেই। সংসারের লাভ লোকসান সবই ঘাড়ে বইতে হবে। আর সংসারে ''আমি আমার ভাব'' বর্তাতে যদি না যাও, তবে কোন ভোগেই তোমাকে পাবে না। তুমি সদানন্দে কাল কাটিয়ে আপন ঘরে ফিরে আসতে পারবে। তোমাকে কোন আপেলেপে পাবে না। যেমন বড়লোকের বাড়ির চাকরানী খায়দায়, বাসার সমস্ত অন্য কাজ করে, কিন্তু কিছুই বুকে লাগায় না। একবার তুমি করেই দেখ না কেন? যদি হাতে হাতে ফল না পাও, তবে না হয় আমার উপদেশ অমান্য করো। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। অবতার পুরুষরূপী জগৎগুরুর জয়। ভয় কি?

ষড় রিপুতে তোমার কি করতে পারে? ষড় রিপু কি দমন করতে পারে বিনা গুরুর ইচ্ছায়। তুমি আচার বিচার নিয়ে শুধু শুধু লড়াই করো না। আচার বিচার কেবল মানুষের আত্মজ্ঞান লাভের উপায় মাত্র। আচার বিচার মেনে চলার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ।

তা যদি না হলো, তবে জানবে আচার বিচার মানা বৃথা। তুমি হাজার বছর গঙ্গাস্নান কর বা নিরামিষ খাও তাতে যদি তোমার আত্মবোধ না জন্মে, গুরু চিনতে না পারো, তবে তোমার আচার বিচার সবই মিছে। আর আচার বর্জিত হয়ে কেউ যদি আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে, তবে জানবে সে অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালন করার উদ্দেশ্য হয়েছে বিষয়ে বৈরাগ্য আনবার জন্য। সেই ত্যাগ বৈরাগ্য যদি না আসে, তবে বিধিনিষেধ পালন করে কি হল। তুমি বিধিনিষেধের জালে পড়ে জীবন নষ্ট করো না। তুমি উদ্দেশ্য হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া করে আত্মচিন্তা থেকে বিমুখ হয়ো না। আজকাল লোকেরা কেউ সংযম নিয়ম পালন করে বটে, কিন্তু সেই সব নিয়মনিষ্ঠা কিসের জন্য করতে হয়, তা জানে না। লৌকিক গুরুরাও সেইসব শিক্ষা দেয় না। আমার এইসব বাক্য খুব বুঝে বুঝে পড়বে।

৩৭৬। "এই নাম আমি সঙ্গে এনেছি
হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে,
গৌরহরি বাসুদেব রাম নারায়ণ হরে॥
এই নাম যে সকাল সন্ধ্যা করবে, সে সর্বপাপ থেকে বিমুক্ত হবে।
'আমার আবির্ভাব ভজন
প্রেম পারাবার হে,..."
"আর আমি যা দিয়ে যাবো—
ধন্য পাপী, ধন্য কলি, ধন্য ব্রজানন্দ আমার
এবার ধন্য অবতার।"
"আমি যে ধামে থাকি (শিবধাম), সে ধামের মহিমা কিছু—
জয় বাবা বুড়াশিব নিত্য নিরঞ্জন,
আদিদেব মহেশ্বর পতিত পাবন।

তোমারই ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তুমি যে বিশ্বের কর্তা সর্ব শাস্ত্রে কয়।

"আমি একা ছিলাম। বহু হবার ইচ্ছা হলো। হুঙ্কার দিলাম। এটাই আদিবাক্য। ওঁঙ্কার। আগে ব্রজানন্দ। তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। তারপর তেত্রিশ কোটি দেবতা। তারপর তোমরা, বুঝলে বাবা।"

"এই বৃক্ষ আদি জীবকূল যা দেখছো, সব আমারই সৃষ্টি। আবার সব আমাতেই লয় হবে, তাই আমার এক নাম বিশ্বনাথ"।

"ওঁ ব্রজানন্দের একটা নাম। এর থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি।"

সুনীল সন্তানের সাথে বাবার নিভৃত আলাপের কিয়ংদংশ—

"সুনীল, কত দলিল লিখলাম। ফাড়লাম। বাবা তিনটি কথা মনে রাখবে—

এক, সাক্ষী হয়ে থাকবে।

দুই, আনন্দ রাখবে।

তিন, আমি পাপীর জন্য অবতীর্ণ।

সব সময় এই তিনটি কথা মনে রেখে চলবে।"

"কু-পুত্র আর পেচ্ছাব একই। পেচ্ছাব ছেড়ে দিয়ে কী সেদিকে তাকায়?"

"বাপের আবার বাপ্ কী? বাবা বাবাই।"

৩৭৭। তোমরা বাড়ির সকলে আমার শান্তি আশীর্বাদ নাও। তোমাদের সব দিকেই আমার মঙ্গলময় দৃষ্টি ফেলেছি, পাখী যেমন আপন ডানা বিস্তার করিয়া তার শাবকদিগকে আবরিয়া রাখে, আমি তেমনই তোমাদের আবরিয়া রেখেছি। গুরু নামের মহিমা কেউ দিতে নারে সীমা। কোটি লক্ষ সৈন্য তোমাকে আক্রমণ করতে এলেও তোমার গায়ের একটি লোম নষ্ট করতে পারবে না। নির্ভয় হও, নিঃশঙ্ক চিত্তে বসে থাক।

৩৭৮। "হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে, গৌর হরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে।"—এই নাম আমি গোলক থেকে এনেছি।

এই নামের মধ্যেই আমার পরিচয়। সত্যযুগে আমি নারায়ণরূপে, ত্রেতাযুগে রামরূপে, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণরূপে ও কলিযুগে গৌরহরিরূপে। এখন ঘোর কলিতে পাপী উদ্ধারী ব্রজানন্দ রূপে।

৩৭৯। দ্বাপরে আমি বসুদেবের ঘরে আগমন করে আমার বাবা মাকে কারা মুক্ত করেছিলাম। এবারও তোমাদের গৃহধর্ম পালনের সৌভাগ্য দিয়ে দেহ ইন্দ্রিয়াদি সবল সুস্থ রেখেছি। আরও অনেক কিছু করবার সংকল্প আছে।

৩৮০। এবার আমি রাধাকৃষ্ণের ভাব নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছি। তাইতে তুমি দেখতে পাবে আমার দেহের বর্ণ কিছু কালো আর কিছু পীত, কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ আর শ্রীমতি কাব্য বাবুরাণীর পীতবর্ণ দুই বর্ণ মিশে এবার আমার দেহের বর্ণ শ্যামল পীতবর্ণ হয়েছে। এর আগের বার এসেছিলাম পৃথক পৃথক দেহে। এবার পৃথক দেহে আসিনি দুই দেহ এক করে এসেছি স্বামী ব্রজানন্দ। অতএব তৃপ্তি সহকারে বলুন হে রাধা-গোবিন্দ আমি তোমাকে ব্রজানন্দ রূপে পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপে পেলাম।

৩৮১। আশীর্বাদ করছি—আমার কৃপা লাভে তোমার জীবন সর্বতোভাবে সুখশান্তি পূর্ণ হোক। গুরুকৃপায় সকল অভীষ্টই পূর্ণ হয়, তবে শিষ্যেরও তদরূপ অধিকারী হওয়া চাই। গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, ভক্তি, মুক্তি লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, বিষয়ে বিতৃষ্ণা, অদম্য উৎসাহ ইত্যাদি চাই। আমার আগমন তোমাদের আকর্ষণের উপর নির্ভর করে। টান দিলে কি আমি থাকতে পারি?

৩৮২। তুমি পুত্র পরিবারাদি সহ ইহকালে সুখী ও পরকালে পরামৃত লাভ করবে এই আমার একমাত্র আশীর্বাদ ও ইচ্ছা। এ ইচ্ছার গতিরোধ করে এমন কেউ নেই। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্তে থাক আর দিনান্তে আমাকে একটু স্মরণ করবে তবেই আমি তোমাদের ভার বোঝা বইতে পারব।

৩৮৩। আমি তো তোমাদের কাছেই আছি। নামই অভেদ, আমাকে দিয়ে তোমাদের যে কাম হবে, আমার নাম দিয়েও তোমাদের সেই কাম হবে। আমার কাছে পূজা দিয়ে যে ফল পাবে, আমার নামের কাছে পূজা দিয়েও সেই ফলই পাবে। আমাকে পূজা দেওয়া আমার নামের কাছে পূজা দেওয়া একই কথা। তোমাদের গুরুদেবই ইষ্ট দেবতা। গুরু ইষ্টে আলাদ নয়, গুরুতেই শ্রীকৃষ্ণ বোধে পূজাআর্চ্চা ধ্যান জপ ভোগ আরতি ক্ষমাপ্রার্থনা সবকিছুই করে যাবে। কালে গুরুমূর্তিতেই কৃষ্ণ ফুটে উঠবে। আমি তোমাদের দিব্যচক্ষুদান সেই শুভদিনে করে দিয়েছি। গুরুমূর্তিতেই সব কিছু ধ্যান-জপ করে যাও। তোমরা যে একদিন সেই সোহম্ ব্রজানন্দই তো ছিলে। আজকে মায়ার ফাঁদে পড়ে সেই 'রূপ' হারিয়ে ফেলেছ। তাইতেই তো রোগ শোকের অধীন ও জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়েছ। এখন ব্রজানন্দ জপ করে ব্রজানন্দ হয়ে যাও। তাহলে রোগ শোকে বা জন্ম-মৃত্যুর অধীন হতে হবে না। এবারই তোমাদের পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া ঘুচে যাক, ব্রজানন্দ লাভ হোক। নানা যোনি ভ্রমণ করে আর দুঃখ ভোগ করো না, তোমাদের কাছে এই একমাত্র ভিক্ষা প্রার্থনা করি। জঠর যন্ত্রণা কি ভালো? নির্বাণ মুক্তিই একমাত্র কাম্য। মনুষ্য জন্ম লাভও সেই জন্যই। এই জন্যই তো মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। তোমাদের মনুষ্য জন্ম লাভ সার্থক হোক, এই আমার ঐকান্তিক বাসনা।

“পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী চিরস্মরণীয় সাধক ও মহাপুরুষগণের মধ্যে ঠাকুর ব্রজানন্দের স্থান একটু স্বতন্ত্র। কারণ তিনি নিজেই সকলের উপাস্য এবং কোন দেবতার সাধনা করেন নাই। তিনি স্বয়ং সাধ্য, সাধক নহেন।”